www.shifakhana.com

3x বা ৩০ শক্তির ঔষধ দিয়েছিলেন তাতে একটু সাড়া পাওয়ার পর রোগ একই জায়গায় দাড়িয়ে আছে তখন ঐ ঔষধের ২০০ শক্তি প্রয়োগ করবেন। এতে ফল পাবেন।

৯) নতুন শিক্ষার্থীগণ ঔষধের শক্তি নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেন। কিন্তু প্রকৃত ঔষধ নির্বাচন করতে পারলে শক্তিতে কিছু যায় আসে না। রোগের প্রথম অবস্থায় 1x থেকে 30, 200 এবং পুরনো রোগে 1000 থেকে আরও বেশি শক্তি পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উচ্চ শক্তির সংকেতিক চিহ্ন C (সি) 100, D (ডি) 500, M (এম) 1000, C.M. (সি এম) 100000, D.M. (ডি এম) 500,000, M.M. (এম এম) 10,00,000.

θ এই চিহ্নটি বায়োকেমিক ওষুধের ক্ষেত্রে বা লিকুইড ওষুধের ক্ষেতে ব্যবহৃত হয়। যে ওষুধটি লাগানো হয় সেই ঔষুধের সাংকেতিক চিহ্ন হিসাবেও এই চিহ্নটা ব্যবহার করা হয়।

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে (প্রেস্ ক্রিপশানে) কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন

1) TDC = দিনে ৩ বার
2) O.D. = দিনে একবার
3) B.D.A.C. = দিনে ২ বার খাবার আগে।
4) B.D. = দিনে ২বার।
5) B.D.P.C. = দিনে ২ বার খাবার পর।
6) T.D.P.C. = দিনে ৩বার খাবার পর।
7) O.N. = রাতে একবার।
8) T.D.A.C. = দিনে ৩বাব খাবার আগেও পরে।

ঔষুধ সেবনে সতর্কতা

৯) যখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করবেন তখন খাবার পর চুন সহ পান, জর্দা, সোডা লিমনেড চা, কফি, মদ, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি খাবেন না, তামাক জাতীয় দ্রব্য বিষবৎ পরিত্যাগ করবেন।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

সুচিপত্র

মাথার অসুখ

○ মাথাধরা-৯, ○ মাথা ঘোরা-৯, ○ চুল ওঠা-৯, ○ টাক পড়া-১০, ○ মস্তিষ্কের শোথ-১০, ○ সেলিব্রাল অ্যানিমিয়া বা মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা-১১, ○ সেরিব্রাইটিস বা মস্তিষ্ক-প্রদাহ-১১, ○ মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহ-১১, ○ সেলিব্রাল কন্‌জেস্‌শন বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য - ১২, ● মাথার খুসকী- ১৩, ○ মৃগী রোগ-১৪, ○ হিস্টিরিয়া-১৪, ○ আধকপালী বা শিরার্দ্বশূল-১৫, ○ মাথার উকুন-১৫,।

চোখের অসুখ

○ রাতকানা-১৬, ○ দিনকানা-১৬, ○ চোখে ছানি-১৭,○ চোখে রক্ত জমা-১৭, ○ চোখে আঞ্জনি-১৮, ○ চক্ষু রেটিনার প্রদাহ-১৮, ○ চোখে জল পড়া-১৮, ○ ঝাপ্সা দৃষ্টি-১৯, ○ ট্যারাদৃষ্টি-১৯, ○ ডবল দৃষ্টি-১৯, ○ চোখের পাতা নাচা-২০, ○ চক্ষু তারকার প্রদাহ-২০, ○ চক্ষু প্রদাহ-২●।

নাকের রোগ

○ নাকের সর্দি-২১, ○ নাক থেকে রক্ত পড়া-২১, ○ নাকের অর্বুদ-২২, ○ সাইনাস বা নাকের নালী ঘা-২২, ○ নাক বন্ধ-২৩, ○ নাকের ক্ষত-২৩, ○ সর্দিও হাচি-২৩।

কানের রোগ

○ কানে পুঁজ-২৪, ○ কানের ভিতরে ফোঁড়া-২৪, ○ কানে শুনতে না পাওয়া-২৪, ○ কর্ণ প্রদাহ - ২৫, ○ মামস্ বা কর্ণমূল প্রদাহ-২৫, ○ বধিরতা-২৫, ○ কর্ণশূল-২৫।

গলার রোগ

○ স্বরভঙ্গ-২৬, ○ গলার ক্ষত-২৬, ○ গলকোষ প্রদাহ-২৬.

হৃদযন্ত্রের অসুখ

○ থ্রম্বোসিস-২৬, ○ হৃদবেদনা-২৬, ○ হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি-২৭

শিরার রোগ

○ শিরাফোলা-২৭, ○ শিরা প্রদাহ-২৭

ধমনীর রোগ

○ ধমনী প্রদাহ - ২৭, ○ ধমনীর প্রাচীরে মেদ প্রকর্ষ-২৭,○ ধমনীর অর্বুদ-২৮, ○ ফুস ফুস ও ধমনীর সঙ্কোচোন - ২৯, ○ উচ্চ রক্তচাপ-২৯, ○ নিম্ন রক্তচাপ-২৯, ○ সন্ন্যাস রোগ ২৯, ○ হৃদপিণ্ডের বাত-৩০, ○ হৃদকম্পন-৩০, ○ ফুসফুসের পীড়াজনিত হৃদরোগ-৩০, ○ হৃদপেশীর রোগ-৩১।

www.facebook.com/shifakhana

হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ও চিকিৎসা

বায়োকেমিক চিকিৎসা সহ

ডাঃ মদন মোহন হালদার

হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ও চিকিৎসা

বায়োকেমিক চিকিৎসা সহ

ডাঃ মদন মোহন হালদার

www.shifakhana.com

পেটের রোগ

○ অম্লরোগ-৩১, ○ পিত্তের রোগ-৩১, ○ পিত্তপাথুরি-৩১, ○ পিত্তবমি-৩১, ○ বুকজ্বালা-৩১, ○ অজীর্ণ-৩২, ○ জন্ডিজ-৩২, ○ ক্ষুধাহীনতা-৩৩, ○ বমিবমি ভাব-৩৩, ○ রাক্ষুসে ক্ষুধা-৩৩, ○ মুখে জল ওঠা-৩৩, উদারময়-৩৪, ○ কোষ্ঠকাঠিন্য-৩৪, ○ আমাশয়-৩৪, ○ অর্শ-৩৫, ○ ক্রিমি-৩৫।

চর্মরোগ

○ নখকুনি - ৩৫, ○ আঁচিল - ৩৫, ○ আঙুল হারায় - ৩৫, ○ হাম - ৩৫, ○ অন্ডকোষে ফোঁড়া - ৩৫, ○ নারাঙ্গা - ৩৬, ○ দাদ - ৩৬, ○ একজিমা - ৩৫৬, ○ দুর্গন্ধময় ঘামে - ৩৬, ○ গায়ের জামা খুললেই গা চুলকানি - ৩৬, ○ ঠোটের কোনে সাদা ঘা - ৩৬।

সর্দি-কাশি-জ্বর রোগে

○ সর্দি, কাশি ও হাঁচি - ৩৬, ○ হাঁপানি - ৩৬, ○ তরুণ/তরুনীদের তরল সর্দি - ৩৬, ○ ব্রংকোনিউমোনিয়া - ৩৬, ○ নেফ্রাইটিস - ৩৬, ○ রক্তকাশ - ৩৬, ○ মাম্স - ৩৬, ○ বৃদ্ধদের কাশিতে - ৩৬, ○ বৃদ্ধদের টনিক - ৩৬, ○ প্লেগ - ৩৭, ○ ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গ - ৩৭, ○ ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গুর দুর্বলতার দূর করতে - ৩৭, ○ নিউমোনিয়া - ৩৭, ○ হুপিংকাশি - ৩৭, ○ হাঁপানি - ৩৭।

দাঁতের রোগ

○ দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে - ৩৮, ○ দাঁত কড়মড় -৩৮, ○ আক্কেল দাঁত ওঠা না ওঠার কষ্ট - ৩৮, ○ দাঁতে পাইওরিয়া - ৩৮, ○ দাঁত টকে গেলে - ৩৮।

মুখের রোগ

○ তোতলামি - ৩৮, ○ মুখের ঘা - ৩৮, ○ জিহ্বা বা মুখের ক্যানসারে - ৩৮।

শিশুদের রোগ

○ শিশুদের দুধ না ধরা - ৩৮, ○ শিশুদের জড়ুল - ৩৮, ○ শিশুদের নাড়ী না শুকানো - ৩৮, ○ শিশুদের গোঁড় হওয়া - ৩৯, ○ শিশুদের শ্বাসকষ্ট - ৩৯, ○ শিশুদের হিক্কা - ৩৯, ○ শিশুদের সর্দি-কাশি - ৩৯, ○ শিশুদের দুধ তোলা - ৩৯, ○ শিশুদের কৃমি - ৩৯, ○ শিশুদের কোষ্টকাঠিন্য - ৩৯, ○ শিশুদের পেট ব্যথা - ৩৯, ○ শিশুদের মৃগী রোগ - ৪০, ○ শিশুদের মাথার উকুন - ৪০, ○ শিশুদের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া - ৪০, ○ শিশুদের হুপিং কাশি - ৪০, ○ শিশুদের দুর্গন্ধ-যুক্ত প্রস্রাব - ৪০, ○ শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব - ৪০, ○ শিশুদের দাঁতে পোকা - ৪০, ○ শিশুদের দাঁত কপাটি - ৪১, ○ শিশুদের ন্যাবা বা জন্ডিস - ৪১, ○ শিশুদের নাক বুঁজে যাওয়া - ৪১, ○ শিশুদের পক্ষাঘাত - ৪১, ○ শিশুদের একজিমা - ৪১, ○ শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস - ৪১, ○ শিশুদের হাঁপানি - ৪১, ○ শিশুদের নিউমোনিয়া - ৪২, ○ শিশুদের পুঁয়ে পাওয়া - ৪২, ○ শিশুদের ঘামাচিতে - ৪২, ○ শিশুদের ...ার বড় ও শক্ত হওয়া - ৪২, ○ শিশুদের কলেরা - ৪২, ○ শিশুদের সবুজ পায়খানা -

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

৪২, ○ শিশুদের চুলকানি - ৪২, ○ শিশুদের স্তনফুলে ওঠা - ৪৩, ○ শিশুদের কান্না - ৪৩,
○ শিশুদের তড়কা রোগ - ৪৩, ○ শিশুদের নীল হুয়ে যাওয়া রোগ - ৪৩, ○ শিশুদের
পেঁচোয় পাওয়া - ৪৩, ○ শিশুদের ঘুম না হাওয়া - ৪৩, ○ শিশুদের ফোঁড়া - ৪৪, ○ শিশুদের
চক্ষুপ্রদাহ - ৪৪, ○ শিশুদের দাঁত ওঠা - ৪৪, ○ শিশুদের চোখের পাতায় আঞ্জনি - ৪৪,
○ শিশুদের বেশি লালস্রাব - ৪৪, ○ শিশুদের রাত্রে ভয় - ৪৪, ○ শিশুর হাইড্রোসিল -
৪৪, ○ শিশুর মাটি খাওয়া - ৪৪, ○ শিশুদের মাথায় আঘাত - ৪৪, ○ শিশুদের শিরদাড়া
ঘাড় বা আঙুলে আঘাতে - ৪৫, ○ শিশুদের খাই খাই করা - ৪৫, ○ শিশুদের হার্পিস্ -
৪৫।

কয়েকটি বিশেষ স্ত্রীরোগ ও তার মেডিসিন ও চিকিৎসা

○ সূতিকা রোগ - ৪৫, ○ স্তনের রোগ - ৪৫, ○ যদি ডান স্তনে তীব্র বেদনা হয় - ৪৫,
○ যদি স্তনের বোটায় বেদনা ও ভিতরে ঘা থাকে-৪৫, ○ স্তনের টিউমারে - ৪৬, ○ স্তন
ফাটায় - ৪৬, ○ স্তনের ক্যানসারে - ৪৬, ○ ক্ষুদ্র স্তনের বৃদ্ধিতে - ৪৬, ○ জরায়ুর জ্বালায়
- ৪৬, ○ জরায়ু যদি শক্ত বড় এবং প্রসবের পরেও সঙ্কুচিত না হওয়া - ৪৬, ○ জরায়ুর
টিউমার বা ক্যানসারে - ৪৬, ○ অনিয়মিত মাসিকে - ৪৬, ○ শ্বেতস্রাবে - ৪৬, ○ ঋতুবন্ধে
- ৪৬, ○ ঋতু বন্ধের পর পর ঋতুবন্ধের পর যদি স্নায়ুবিক রোগ দেখা দেয় তবে দিতে হবে।
- ৪৬, ○ জরায়ুর স্থান চ্যুতিতে - ৪৭, ○ জরায়ুর স্ফীতিতে - ৪৭, ○ আঘাত জনিত
কারণে জরায়ু স্থানচ্যুতি ঘটলে- ৪৭, ○ জরায়ুতে পচন ধরলে - ৪৭, ○ জরায়ুর রক্তস্রাবে
- ৪৭, ○ সহবাসের ফলে বা আঘাত জনিত কারণে যোনি থেকে রক্তস্রাব হলে - ৪৭,
○ যোনি কঠিন হলে - ৪৭, ○ যোনিতে নালি ঘা হলে - ৪৭, ○ স্তনের পরিপুষ্ঠতায় -
৪৭, ○ যৌবন অটুট রাখতে - ৪৭, ○ স্তনের অসাভাবিক বৃদ্ধিতে - ৪৭, ○ বন্ধত্ব নিবারনে
- ৪৭, ○ লুপ ব্যবহারের অশুবিধায় - ৪৭, ○ সিজারিয়ান বা লাইগেশনের পর অসুবিধা-
৪৮, ○ প্রসবের পর মাথার চুল উঠে যেতে থাকলে - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায় সকালে বমি হতে
থাকলে - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায় কৃত্রিম ব্যথা - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায় গা বমি বমি - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায়
হিক্কাতে - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায় হাত পা ফুললে - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য - ৪৮,
○ গর্ভাবস্থায় উদারময় - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায় যোনি চুলকানিতে - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায় বুক
ধড়ফড় - ৪৮, ○ গর্ভাবস্থায় কুখাদ্যে রুচি - ৪৮, ○ জরায়ুর দুর্বলতায় - ৪৯, ○ মাসে দুবার
মাসিক - ৪৯। ○ জরায়ুর যে কোন রক্তস্রাবে-৪৯, ○ স্তনের ক্যানসারে-৪৯, ○ বন্ধ্যাত্ব-
৪৯, ○ জন্মনিয়ন্ত্রণে-৪৯, ○ জরায়ূর ক্যান্সার-৪৯, ○ স্তনের ক্যান্সারে-৫০, ○ সু-প্রসব-
৫০, ○ স্তন দুগ্ধ শুকাতে-৫০, ○ স্তন দুগ্ধ বাড়াতে-৫০, ○ বন্ধ্যাত্ব রোধে-৫০, ○ শীঘ্র
গর্ভসঞ্চার - ৫০, ○ জরায়ূর স্থানচ্যুতিতে -৫০।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

পুরুষদের কয়েকটি যৌনরোগ ও তার চিকিৎসা

○ স্বপ্নদোষ- ৫০, ○ গোঁফ দাড়ি দেরীতে ওঠা-৫০, ○ গোঁফ, দাড়ি, মাথার চুল উঠে টাক পড়ে গেলে-৫০, ○ পুরুষদের গণরিয়ায়-৫০, ○ হার্ণিয়া-৫০, ○ ধ্বজভঙ্গ - ৫১, ○ শীঘ্রবীর্যপাত - ৫১, ○ একশিরা-৫১, ○ লিঙ্গের ক্যানসারে-৫১, ○ অন্ডকোষ প্রদাহ ও বৃদ্ধিতে-৫১, ○ স্বপ্নদোষ - ৫১, ○ কষ্টকর সঙ্গমে - ৫১। ○ পুরুষের যৌবনে দাড়ি গোঁফ না ওঠা-৫১।

কয়েকটি বিশেষ রোগ এবং তার প্রতিষেধক ঔষধ

○ কলেরায় - ৫১, ○ বসন্তে-৫১, ○ হামে-৫১, ○ ন্যাবাতে বা পান্ডুরোগ বা জন্ডিসে-৫১, হাজায়-৫২, ○ ছুলিতে-৫২, ○ চুলকানিতে-৫২, ○ হার্পিসে-৫২, ○ শ্বেতীতে-৫২, ○ হুপিংকাশি-৫২, ○ নিউমোনিয়া-৫২, ○ জলাতঙ্কে-৫২, ○ ডিপথেরিয়া-৫২, ○ গ্লান্ডস্ফীতিতে-৫২, ○ গলগন্ডতে-৫২, ○ রক্তহীনতা-৫২, ○ স্তনের পুরিপুষ্টতায়-৫২, ○ দাঁত কড়মড় ও বিছানায়প্রস্রাব-৫২, ○ কলেরায় প্রস্রাব বন্ধে-৫২, ○ মেদবৃদ্ধিতে-৫২, ○ মেদ কমাতে-৫২, ○ হৃদপিন্ডে মেদ জন্মালে-৫২, ○ মূত্রে ক্যালসিয়াম বেশি থাকলে-৫২, ○ টাইফয়েড- ৫২, ○ বহুমূত্র- ৫৩,○ ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ডেঙ্গু- ৫৩, ○ করোনারী থ্রম্বসিস-৫৩, ○ সেরিব্রাল থ্রম্বসিস- ৫৩, ○ কাঁকড়া বিছার কামড়ে- ৫৩, ○ বেরিবেরি বা শোধ রোগে- ৫৩, ক্যান্সারে- ৫৩, ○ জিহ্বার ক্যান্সারে - ৫৩, ○ যকৃতের ক্যান্সারে- ৫৩, ○ পাইওরিয়া- ৫৩, ○ ডিপথেরিয়া- ৫৩, ○ টনসিলে- ৫৩, ○ উচ্চ রক্তচাপে- ৫৩, ○ নিম্ন রক্তচাপে- ৫৩, ○ ঔষধ ও অনিষ্টকারী পরবর্ত্তী ঔষুধ - ৫৩,

আকস্মিক দুর্ঘটনায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

○ আন্ত্রিক হলে কি করা উচিত -৫৪, ○ সানস্ট্রোক হলে কি করতে হবে-৬৪, ○ গলায় কাঁটা ফুটলে কি করবেন ? - ৫৫, ○ কুকুর বিড়ালে কামড়ালে - ৫৫, ○ ইলেকট্রিক শক লাগলে - ৫৫, ○ নাক দিয়ে রক্ত পড়লে - ৫৫, ○ ঘামাচি রোধে - ৫৫, ○ ঘাম হওয়ার উপকারীতা - ৫৫, ○ ঘামাচি রোধের উপায় - ৫৬, ○ আমাদের খাদ্য ও পুষ্ঠি - ৫৬, ○ সুষম খাদ্য আবশ্যকীয় উপাদান - ৫৬, ○ একজন সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির ওজন ও উচ্চতার মাপকাঠি। - ৫৭, ○ ক্যালরি অনুসারে একজন ডায়াবেটিস্ রোগীর প্রকৃত তালিকা। - ৫৭, ○ এইডস (AIDS) - ৫৮, ○ উচ্চ রক্তচাপ রোগীর খাদ্য তালিকা - ৫৯, ○ ক্যানসার - ৫৯, ○ ফুসফুসের রোগ-৬০, ○ বাত রোগ -৬১, ○ কোনও ঔষধই কার্যকরী না হলে, কোন ঔষধ কার্যকরী হবে - ৬২, ○ কয়েকটি রোগের পথ্য ও প্রতিরোধ - ৬৩, ○ রোগের লক্ষণ ভিত্তিক কয়েকটি ঔষধ। - ৬৪-৬৯, ○ বায়োকেমিক ঔষধ নির্বাচনের সহজ পদ্ধতি।- ৭০-৭২।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

বিভিন্ন রোগ এবং তার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

মাথার অসুখ

• মাথাধরা •

মাথাধরার কারণঃ মাথা ধরার অসুখের প্রধান কারণ মস্তিষ্কে রক্তের দূর্বলতা, রক্তে রোগবীজের সঞ্চার এবং দূষিত বায়ুর অতিরিক্ত চাপ।

চিকিৎসা — বেলেডোনা-৩০, নাক্সভমিকা -২০০, চায়না -৩০, ব্রায়োনিয়া - ২০০, পালসেটিলা - ৩০, জেলসিমিয়াস -৩০, ও সেঙ্গুএেরিয়া -২০০।

বেলেডোনা ৩০ ঃ যদি রুগীর মস্তিষ্কে রক্তের মাত্রা বেশী হওয়ার জন্য চোখ, মুখ লাল ও কপালের দুই পাশের শিরা দপদপ করে। তবে ঐ রোগীকে ১ ফোটা করে ঔষধ দিনে ৪ বার দিলে রোগ সারে।

নাক্সভমিকা ২০০ ঃ রুগী যদি রুগি ও খিটখিটে হয় তাহলে এই ঔষুধটি ভালো কাজ করে।

চায়না ৩০ ঃ যদি কোন মাথা ধরা রুগীকে দেখা যায় যে দীর্ঘ দিন ধরে রক্তপাত বা বীর্যপাত ইত্যাদি দূর্বলতার জন্য মাথা ধরেছে, তবে এই ঔষুধ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ব্রায়োনিয়া ২০০ ঃ তীব্র যন্ত্রণা দু পাশের শিরায় যখন দপদপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন এই ব্রায়োনিয়া ২০০ ভালো কাজ করে। একডোজ করে দু বার (৬ ঘন্টা অন্তর)।

• ভারটিগো মাথা ঘোরা •

কারণ ঃ অতিরিক্ত মদ্যপান, লাগাম ছাড়া সঙ্গম, দুশ্চিন্তা করা, রাত জাগা, সাধ্যের বাইরে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা ইত্যাদি।

চিকিৎসা ঃ বেলেডোনা, এসিডফস, ককুলাস, চায়না, রাসটক্স, ইউপেটোরিয়ামপাফ, হাইপেরিকাম ভালো কাজ করে। মাত্রা নির্ভর করে রুগীর রোগের প্রকোপের ওপর।

বেলেডোনা - ৩ঃ মাথ নিচু করলে মাথা ঘোরালে এই ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। তিন ঘন্টা অন্তর সেবন করবে।

এসিডফস ২০০ ঃ যদি অত্যাধিক অসংযমের ফলে দেহের শুক্রক্ষয় হলে বা মেয়েদের সাদা স্রাব হওয়ার দরুণ মাথা ঘোরায় তাহলে এই ওষুধে উপকার হয়।

রাসটক্স ৩০ ঃ গায়ে জ্বর জ্বর ভাব থাকলে, রোদ্দুরে বসলে যদি মাথা ঘোরে তাহলে এই ওষুধ প্রয়োগ উপকার হয়।

• চুল ওঠা •

চুল ওঠার কারণ ঃ চুলের গোড়ায় পুষ্টির অভাব হলেই চুল ওঠে। মূলত বায়ু, পিত্ত ও কফ জনিত রোগই এই মূল কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল ও চুল ওঠা রোগের আরেকটি প্রধান কারণ।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

লক্ষণ ঃ মাথায় তেল দিলে বা চিরুণী দিয়ে মাথা আচড়াবার সময় প্রচুর পরিমাণে চুল চিরুনীতে বা তেল দেওয়ার সময় আঙ্গুলে লেগে আসে।

চিকিৎসা ঃ নাক্সভমিকা -৩০, চায়না -৩০, হিপার সালফার -১০০০, ইগ্নেসিয়া -২০০, এসিডফস -২০০, সালফার - ৩০, অস্টিলেগো - ২০০, লাইকোপোডিয়াম -১০০০।

নাক্সভমিকা ৩০ ঃ হজমশক্তির গোলমাল বা কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত রোগে চুল উঠলে এই ওষুধ ৭দিন অন্তর রাতে ১ বার করে খেলে চুল ওঠা বন্দ হবে।

চায়না -৩০ ঃ প্রসবের পর চুল উঠলে চায়না -৩০, রোজ সকালে ১ বার সেবন করলে চুল ওঠা বন্দ হয়।

হিপার সালফার ১০০০ ঃ এক মাত্রা খেলে মাথায় জায়গায় জায়গায় চুল ওঠা বন্ধ হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন চুল গজায়।

এসিডফস ২০০ ঃ চুল ওঠা বন্দ করতে এই ওষুধ ভালো কাজ করে।

• টাক পড়া •

টাক পড়ার কারণ ঃ মাথার উপরের বিশেষ অংশে চুল উঠতে উঠতে টাক পরিণত হয়। এই চুল ওঠা বিভিন্ন ভাবে হয় না, কোন একটি অংশ বৃত্তাকারে হয়। এর কারণ বহু। তবে সাধরণভাবে দেখা যায় পরাজ্ঞা পুষ্ট কীটানু চুলের গোড়ায় আক্রমণ করে টাকের সৃষ্টি করে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রকাশ করা হয় যে, এই রোগ অপুষ্টি ও কৃত্রিম জীবন যাত্রার ফলাফল।

লক্ষণ ঃ মাথার বিশেষ জায়গায় বেশ কিছুটা চুল উঠে গোলকৃতি চুলবিহীন তৈলাক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা ঃ বিজ্ঞনের অগ্রগতি হলেও মাথায় চুল গজানো ব্যায় সাপেক্ষ যার ওষুধের কিনারা পাওয়া যায় বিদেশে। যাইহোক এখনো ও পর্যন্ত আমাদের দেশে এর ব্যবস্থা হয় নি। তবে টাক বেড়ে না যায় বা চুল ওঠতে উঠতে মাথা যাতে ন্যাড়া অবস্থায় না আসে তার রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত ওষুধ প্রয়োগে উপকার হয়।

সেলিনিয়াম -২০০ ঃ যদি আচড়ানোর সময় চুল ওঠে। মাথার চামড়ায় শিহরণ হয় তবে এ ওষুধে ভালো ফল হয়।

সালফিউকরিক এসিড -২০০ ঃ যদি স্নায়ু দুর্বলতার জন্য টাক পড়ে, কঠিন আঘাত পাওয়ার জন্য চুল ওঠে তবে ১০ দিন অন্তর এই ঔষধ এক মাত্রা সেবনে উপকার হয়।

এছাড়া লক্ষণ অনুসারে **পেট্রোলিয়াম -২০০, নেট্রোম মিউর -২০০, ফ্লুরিক এসিড -৩০, ভিনকা মাইনভ, সালফার-২০০, ফসফরাস -২০০, হিপার সালফার -১০০০, ক্যালকরিয়া কার্ব -৩০,** তে ভালো কাজ করে।

• মস্তিষ্কের শোথ •

কারণ ঃ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিশেষ শিরা কোন আবের বা টিউমারের চাপে রুদ্ধ হয়ে উক্ত রোগের সঞ্চার হয়।

লক্ষণ ঃ রাগীর মাথায় যন্ত্রণা হবে, মাথা বার বার ঘুরবে, রুগীর জ্বর, খিটখিটে ভাব থাকবে; সামান্য শব্দ বা গোলমাল অসহ্য হবে, ঘুম থেকে চমকে চমকে উঠবে; সবুজ রঙের দুর্গন্ধ যুক্ত পাতলা পায়খানা, হবে হাত-পা ঠান্ডা থাকবে।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

চিকিৎসা ঃ টিউবার কুলিনাম, ওপিয়াম, জিংকমন মেট, ক্যালকেরিয়া কার্ব, ষ্ট্রামোণিয়াম, এপিস, ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা, একোনাইট, হেলিবোরাস।

টিউবার কুলিনাম -২০০ ঃ রুগীর মারাত্মক ঘাম এবং বেশি পেচ্ছাপ হলে এই ওষুধ উপকার করে।

ব্রয়োনিয়া -৩০ ঃ কোষ্ঠ কাঠিন্য গা বমি বমি বা বমি হলে এই **ব্রায়োনিয়া-৩০** খুবই ফলপ্রদ।

• সেলিব্রাল অ্যানিমিয়া বা মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা •

কারণ ঃ মস্তিষ্কে যতটা পরিমাণ রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন তার যদি অভাব হয় তাহলেই উক্ত রোগের সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ ঃ রোগীর বুক ধড়ফড় করবে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকবে, মাথাধরবে, মনের চাঞ্চল্য এত বেড়ে যাবে যাতে বিশেষ স্মৃতি বিনষ্ট হবে, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

চিকিৎসা ঃ ইগ্নোসিয়া, ফসফরাস, ফেরাম মেটালিকাম, আর্সেনিক, চায়না খুবই ফলপ্রদ।

ইগ্নোসিয়া -৬ ঃ রুগীর দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হলে, মাথায় যন্ত্রণা এমন রুগীর মনে হয় পেরেক ফোটাচ্ছে তাহলে **ইগ্নোসিয়া -৬** খুবই উপকারী।

চায়না -৩০ ঃ হৃদকম্পন ও কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ বোধ হলে এই ওষুধ ভালো কাজ করে।

• সেরিব্রাইটিস বা মস্তিষ্ক- প্রদাহ •

কারণ ঃ অতিরিক্ত পরিশ্রম, উগ্রনেশা, আজে বাজে অযৌক্তিক চিন্তা, পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগলে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ শিশুদের মধ্যে এ রোগ বেশী দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে কম হলেও যুবক ও বৃদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়। খিটখিটে ভাব, চিৎকার করা, শুতে না চাওয়া, প্রবল জ্বর। অত্যন্ত মাথা ধরা এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা ঃ বেলেডোনা, এনাকার্ডিয়াম, স্ট্যানাম, ষট্রাবোনিয়াম, হেলিবোরাস, সাইকুটা, ট্যারেন্টুলা এই রোগে ভালো ফল দেয়।

বেলেডোনা -৩০ ঃ যদি রোগীর মাথা দপদপ করে, চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, প্রলাপ বা অযৌক্তিক বকবকানি লক্ষিত হয়, তাহলে উক্ত ওষুধ ভালো ফল দেয়। দিনে দুবার ৬ঘন্টা অন্তর খেতে হবে এক ডোজ কোরে।

হেলিবোরাস -৩০ ঃ যদি রুগী চমকে উঠে, কপালের চামড়া, ভাঁজ হয়ে যায়; যদি বালিশে মাথা ঘষে, মাথার পেছনে ভীষণ যন্ত্রণা হয় তাহলে উক্তি ওষুধ এক ডোজ দিনে চারবারে উপকার হয়।

• মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহ •

চিকিৎসা— ব্রায়োনিয়া (২০০), বেলেডোনা - (৩০), ল্যাকোসিস (৩০), এগারিকাস (৩০), ইগ্নেসিয়া - (৩০), ক্রেটোলাস - (৩০), এপিস - (৩০), প্রভৃতি ওষুধগুলো প্রযোজ্য।

কোন লক্ষণে কোন ওষুধ প্রয়োগ করবেন।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

ব্রায়োনিয়া - (২০০) - নড়াচড়া করলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় বলে রোগী যদি চুপচাপ বসে থাকে। মাথার পেছনে, সামনে ও কপালে যদি তীব্র যন্ত্রণা হয়, তবে তাকে **ব্রায়োনিয়া** (৩০) দেবেন। দিনে ৩ বার ১ ফোঁটা করে।

বেলেডোনা - (৩০) - যদি প্রবল জ্বরের প্রকোপে রোগীর মাথা পেছনের দিকে টেনে ধরে, খিচ ধরে, রোগী প্রলাপ বকতে থাকে, চোখ-মুখ লালবর্ণ ধারণ করে, মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়, তবে তাকে **বেলেডোনা** - (৩০) দিলে ভালো হয়। দিতে ৩ বার ২/৩ ফোঁটা করে।

ল্যাকোসিস - (৩০) - যদি মাথার মাঝখানে খুব যন্ত্রণা হয় এবং সেই যন্ত্রণা আস্তে আস্তে মাথার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ঘুম থেকে জেগে উঠলেই যন্ত্রণা বাড়ে, নাকের ডগায় যন্ত্রণা হয়, তবে তাকে **ল্যাকোসিস** - (৩০) দেবেন দিনে ২-৩ ফোঁটা ৩ বার।

এগারিকাস - (৩০) - যদি মাথা ঘোরে, সব সময় ঝিমুনিভাব থাকে, মাথায় যন্ত্রণা, চোখে ও চোখের তারায় যন্ত্রণা হয়, বাম হাঁটুতে, হাতে যন্ত্রণা হয় তবে তাকে এগারিকাস - (৩০) দিনে ৩ বার ২ ফোঁটা করে দেবেন।

ইগ্নেসিয়া - (৩০) - যদি সব সময় মাথা খালি খালি মনে হয়, মাথা নীচু করলেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। মাথায় কেউ যেন পেরেক ফোটাচ্ছে এমন বোধ হয় তখন তাকে **ইগ্নেসিয়া** - (৩০) ২/৩ ফোঁটা দিনে ৩ বার দেবেন।

ক্রেটোলাস - (৩০) - মাথা ঘোরা, নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা, শরীর অত্যন্ত দুর্বল, খিচুনি ভাব প্রভৃতি উপসর্গে ক্রোটোলাস - (৩০) ২/৩ ফোঁটা দিনে ৩ বার দিলে ভালো হয়।

• সেলিব্রাল কন্‌জেস্‌শন বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য •

রোগের কারণ - যারা অধিক মানসিক পরিশ্রম করে - কিন্তু সেই অনুপাতে শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাদের এই রোগ হয়।

লক্ষণ - মুখমণ্ডল লাল হয়, মাথা গরম হয়ে ওঠে, চোখ লাল হয়, শরীর গরম হয় অথচ পা ঠাণ্ডা থাকে, মাথায় যন্ত্রণা হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ স্বল্প হয় এবং তা লাল হয়। তীব্র আলো অসহ্য হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়, অল্পেতে রেগে যায়, মাথায় সব সময় ভার থাকে, মাথা ঘোরে, বমি বমি ভাব থাকে।

চিকিৎসা - এই রোগে যে ওষুধগুলি রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে সেগুলির মধ্যে **আর্নিকা** - (৬-৩০), **ওপিয়াম** - (৩০), **ইগ্নেসিয়া** - (৩০), **এমিন নাইট্রেট** - (৬), **কুপ্রাম আর্স** - (৬) **ব্রায়োনিয়া** - (৩০), **গ্লেইন** - (৩০), **ভিরেট্রাম ভিরিডি** - (৩০) প্রভৃতি ঔষধগুলি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কোন লক্ষণে কোন ওষুধটি দেবেন

আর্নিকা (৬-৩০) যদি মাথায় আঘাত লেগে রক্তাধিক্য হয় তবে তাকে **আর্নিকা** (৬ - ৩০) দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এই ওষুধটি যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে।

ওপিয়াম - (৩০) রাতজাগা, ভয় পাওয়া, প্রভৃতি কারণে যদি এই রোগ হয় এবং সব সময় মাথা ঘোরে, মাথায় ভার বোধ হয়, মাথা ফেটে যাবে মনে হয়, তখন তাকে **ওপিয়াম** - (৩০) দেবেন।

ইগ্নেসিয়া - (৩০) মাথায় ভার বোধ, মাথায় যন্ত্রণা, নাকের গোড়ায় খিল ধরার মত যন্ত্রণা, চোখের সামনে হিজিবিজি আলোর রেখা দেখা দেয় তবে **ইগ্নেসিয়া** - (৩০) ১ মাত্রা ১ বার দেবেন।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

এমিল নাইট্রেট - (৬) - যদি মুখমণ্ডল লাল হয়, হঠাৎ মাথা গরম হয়ে ওঠে, মাথার মধ্যে সব সময় দপদপ্ করতে থাকে, ধমনীগুলোতে রক্তাধিক্য ঘটে তবে **এমিল নাইট্রেট** - (৬) ওষুধটির ঘ্রাণ নিলে এসব উপসর্গ দূর হবে।

কুপ্রাম আর্স - (৬) যদি মাথায় ভারবোধ হয়, কপালে খোঁচামারা যন্ত্রণা অনুভূত হয়, কপালে দপদপানি যন্ত্রণা থাকে, জিহ্বা বার বার বাইরে বের করে আর ভিতরে ঢোকায় তাহলে ঐ রোগীকে **কুপ্রাম আর্স** - (৬) ২ বার করে ২ ফোঁটা করে দিলে রোগ নিরাময় হয়।

ব্রায়োনিয়া - (৩০) যদি মাথা ঘোরা, মাথায় বেদনা, নড়াচড়া করলে বাড়ে, বিশ্রামে কমে, বিছানা থেকে উঠতে গেলেই মুর্ছা যাবার মত অবস্থা হয়, ভীষণ মাথায় যন্ত্রণা হয়, চোখ মেলে চাইলেই রোগ বাড়ে তবে সেই রোগীকে **ব্রায়োনিয়া** - (৩০) দিনে ২ বার ২ ফোঁটা করে দেবেন।

গ্লেইন - (৩০) যদি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগী জ্ঞান হারায়, শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলগা হয়ে যায়, সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে, অসাড়ে পায়খানা প্রস্রাব হয়, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ায় বাঁধার সৃষ্টি হয় তবে সেই রোগীকে **গ্লেইন** - (৩০) ১ ফোঁটা করে দেবেন।

ভিরেট্রাম ভিরিডি - (৩০) যদি মুখ লাল হয়, মাথা ভার হয়, জ্বর জ্বর ভাব থাকে, ঘাড়ে যন্ত্রণা হয়, মাথা তুললেই তা বাড়ে, চোখ প্রসারিত ও লাল হয় তাহলে তাকে **ভিরেট্রাম ভিরিডি** - (৩০) ১ ফোঁটা করে দেবেন।

• মাথায় খুসকী •

চিকিৎসা ঃ কেলিমিউর ৩, থুজা - ২০০, আর্সেনিক - (৩০), ব্রায়োনিয়া - (৩০), সিফিয়া - (২০০), ফসফরাস - (২০০) ক্যালকেরিয়া কার্ব - (৩০), প্রভৃতি ঔষধগুলি প্রয়োগে এই রোগে উপকার পাওয়া যায়।

কোন লক্ষণে কোন ঔষধটি দেবেন -

কেলিমিউর - (৩) - মাথায় চুলকানি সহ সাদা সাদা আঁশযুক্ত খুসকি হলে কেলিমিউর ৩বার - ১ ফোঁটা করে দিলে রোগ নিরাময় হবে।

থুজা - (২০০) - যদি মাথায় সাদা সাদা আঁশের মত খুসকি থাকে, চুল শুষ্ক থাকে, মুখ ঢেকে রাখলে আরাম বোধ হয় তবে **থুজা** (২০০) ১ মাত্রা ১ বার সেবনে ভালো হবে।

আর্সেনিক - (৩০) - যদি মাথায় ময়দার মত খুসকি হয়। কখনও কখনও তা কপাল ও কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, এমন লক্ষণে তাকে **আর্সেনিক** - (৩০) দিলে ভালো হয়। সপ্তাহে ১ বার ১ মাত্রা।

ফসফরাস - (২০০) - খুসকির কারণে যদি মাথায় গোছা গোছা চুল উঠে যায়। মাথা আচড়ালে চুলকানি কমে কিন্তু জ্বালা বোধ হয়, কপালের চামড়ায় টান টান বোধ হয় তবে তাকে ফসফরাস - (২০০) ১ মাত্রা দিনে ১ বার দেবেন।

ক্যালকেরিয়া কার্ব - (৩০) - চুলে যদি সাদা বা হলুদ রংয়ের শুষ্ক আঠা ও ময়দার ভুষির মত আঁশ থাকে, মাথার চুল পড়ে যায়। মাথার পাশে, কপালে এবং দাড়িতেও খুসকি হয় তবে তাকে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** - (৩০) ১ ফোঁটা দিনে ১ বার দেবেন।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

• মৃগী রোগ •

চিকিৎসা — **ক্যানাবিস ইন্ডিকা** - (৬), **কস্টিকাম** - (৩০), **ট্যারেনটুলা** - (৩০), **কুপ্রাম মেটালিকাম** - (৩০), **আর্জেন্ট নাইট্রিকাম** - (৩০), **ক্যালকেরিয়া আর্স** - (৩০), **হায়োসিয়ামাস** - (৩০) প্রভৃতি ঔষধগুলো খুবই ফলদায়ী।

কোন লক্ষণে কোন ঔষধটি দেবেন -

ক্যানবিস ইন্ডিকা - ৬, যদি হঠাৎ হঠাৎ জ্ঞান হারায়, মাথা কাঁপে, মাধা ধরে, পেট ফাঁপে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ ধরে, দাঁত কড়মড় করে তবে তাকে **ক্যানাবিস ইন্ডিকা** - (৬) দিনে ১ বার ১ ফোঁটা দিলে ভালো হয়।

কস্টিকাম - (৩০) যদি মন অস্থির হয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে এমন মনে হয়, কখনো কখনো নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, তাহলে ঐ রোগীকে **কস্টিকাম** - (৩০) ১ ফোঁটা ১ বার দেবেন।

ট্যারেনটুলা - (৩০) যদি রোগী ঘন ঘন জ্ঞান হারাতে থাকে, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয়, শিরদাঁড়া ফেটে যেতে থাকে, সব সময় মাথা ঘোরে, পায়ে আড়ষ্ট ভাব থাকে, তবে ঐ রোগীকে **ট্যারেনটুলা** - (৩০) দিলে ভালো হয়।

কুপ্রাম মেটালিকাম - (৩০) যদি ফিট হবার আগে গা বমি বমি করে, মুখ দিয়ে শ্লেষ্মা বের হতে থাকে, তলপেট ফুলে যায়, হাত পা বেঁকে শরীরের দিকে আসে, সুড় সুড় করে, খিঁচুনি হয়, মুখ নীলবর্ণ হয়, দাঁত কপাটি লাগে, মুখ দিয়ে গ্যাজলা ওঠে, সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে যায় তবে তাকে **কুপ্রাম মেটালিকাম** - (৩০) দিলে বিশেষ উপকার হয়। দিনে ১ বার ১ ফোঁটা।

আর্জেন্ট নাইট্রিকাম - (৩০) - ভয় থেকে মৃগী, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় মূর্ছা, বালকদের মৃগীর কারণে বৃদ্ধদের মত মূর্ছা যাবার আগে অত্যন্ত অস্থিরতা, পেট ফাঁপা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি উপসর্গে **আর্জেন্ট নাইট্রিকাম** - (৩০) প্রয়োগে ভালে ফল দেয়।

ক্যালকেরিয়া আর্স - (৩০) যদি মূর্ছা যাবার আগে হৃদপিন্ডে এক প্রকার বেদনা অনুভূত হয়। সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, রক্ত মাথায় উঠে যায়। রোগীর মনে হয়, সে যেন উড়ে চলেছে, মাথার যন্ত্রণায় কানের চারপাশ অবশ হয়ে থাকে তবে তাকে **ক্যালকেরিয়া আর্স** - (৩০) ১ ফোঁটা দেবেন।

হায়োসিয়ামাস - (৩০) - অজ্ঞান হবার আগে পাকস্থলিতে যদি খুব যন্ত্রণা হয়, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়, মাথা ঘোরে মুখের রং পালটে যায়, চোখ যেন বাইরে ঠেলে আসতে চায়, রোগী চিৎকার করতে থাকে, অসাড়ে প্রস্রাব করে, দাঁত কড়মড় করে, মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে তবে তাকে **হায়োসিয়ামাস** - (৩০) ১ মাত্রা দেবেন। রোগীর রোগ নিরাময় হবে।

• হিস্টিরিয়া •

চিকিৎসা - এই রোগের উপশমে যে ঔষধগুলি কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে সেগুলি হল - **ইগ্নেশিয়া** - (৩০), **ট্যারেন্টুলা** - (৩০), **কুপ্রাম মেটালিকাম** - (৬), **ভেলেরিয়ানা** - (৬), **প্লাটিনা** - (৩০), **মক্কাস** - **কিউ**, **ক্যাম্ফর** প্রভৃতি ঔষধগুলি বিশেষ ফল দেয়।

রোগের কোন লক্ষণে কোন ওষুধটি দেবেন -

ইগ্নেশিয়া - (৩০) যদি রোগ, শোক, দুঃখ, হতাশা, নিরাশা জনিত কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে রোগী মূর্ছা যেতে থাকে তবে তাকে **ইগ্নেসিয়া** - (৩০) দিলে ভালো হবে।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

ট্যারেন্টুলা - (৩০) যদি মূর্ছা যাবার আগে বুকে খুব কষ্ট হয়, শ্বাসরোধ ভাব দেখা দেয়, হাত পা কাঁপে, পেট ফাঁপে, প্রচুর প্রস্রাব হয়, গা জ্বালা করে এবং এই রোগের কারণে মাসিক ঋতুর গোলযোগ দেখা দেয়, তাহলে সেই রোগীকে **ট্যারেন্টুলা** - (৩০) দেবেন।

কুপ্রামমেটালিকাম - (৬) - যে সব হিস্টিরিয়া রোগী অনবরত থু থু ছেটায়, হাতের ও পায়ের আঙুলে খিচুনির ভাব থাকে, মনে হয় পাখির মত উড়ে যাচ্ছে, তাহলে তাদের **কু প্রামমেটালিকাম** - (৬) দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ভেলেরিয়ানা - (৬) যদি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগী প্রলাপ বকে। হঠাৎ রেগে যায়, আবার নরম হয়, কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, তবে সেই রোগীকে **ভেলেরিয়ানা** - (৬) দিলে উপকার হবে।

প্লাটিনা - (৩০) - যদি মাসিক হবার গোলমালে সব সময় বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, কামভাব শূন্যতা দেখা দেয়। পক্ষাঘাত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। সব সময় শরীর কাঁপে, মাথায় খিল ধরার মত মোচড়ানো ব্যথা হতে থাকে, তবে তাকে প্ল্যাটিনা - (৩০) প্রয়োগে ভালো ফল দেয়।

মক্কাস - কিউ - ফিট হবার পর যদি সেই রোগী **মক্কাস** এর ঘ্রাণ নেয় তাতে হিস্টিরিয়া রোগ নিরাময় হয়।

ক্যাম্ফর - মুর্ছার আগে বা মূর্ছার পরে এই **ক্যাম্ফর** এর ঘ্রাণ নিতে দিলে রোগী উপকৃত হবেন।

• আধকপালী বা শিরার্দ্বশূল •

চিকিৎসা ঃ নাক্সভমিকা - (৩০), নেট্রামমিউর - (২০০), জেলসিসিয়াম - (৩০), স্পাইজিলিয়া - (২০০) অইরিভার্স - (৩০), কেলিফস - ৬x, সেঙ্গুনোরিয়া - ২০০ প্রয়োগে এই রোগ নিরাময় হয়।

রোগের কোন লক্ষণে কোন ওষুধটি দেবেন -

নাক্সভমিকা - (৩০) - যন্ত্রণা যদি ডান পাশে হয় তবে তাকে **নাক্সভমিকা** - (৩০) দেবেন।

নেট্রাম মিউর (২০০) - যন্ত্রণা যদি ভ্রুর উপর দিকে হয় তবে **নেট্রাম মিউর** (২০০) দেবেন।

জেলাসিসিয়াম - (৩০) - কপালে যদি তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হয় শীত বোধ হয়, বমি বমিভাব থাকে তবে তাকে দেবেন **জেলাসিসিয়াম** - (৩০)

স্পাইজিলিয়া (২০০) - যদি তীব্র যন্ত্রণায় ঘাম ঝরে, মাথা ঘোরে, তবে তাকে এই ঔষধটি দিলে ভালো ফল দেয়।

আইরিভার্স - (৩০) ও **ক্যালিফস** (৬) এবং **সেঙ্গুরিনিয়া** - (২০০) আধকপালীর যে কোন লক্ষণে প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

• মাথায় উকুন •

কারণ ঃ শরীরিক ও মানসিক দুর্বলতাই এ রোগের মূল কারণ।

লক্ষণ ঃ গাছের পাতায় বা ফুলের পাপাড়িতে যেমন অতি ক্ষুদ্র পোকা হয় ঠিক তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো পোকা হয়। মাথা খুব চুলকোয়, চিরুণী দিলে সেই অতিক্ষুদ্র পোকাগুলো

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

চিরুণীতে চলে আসে। মাঝে মাঝে রুগীর মনে হয় চিরুণীর ডগা দিয়ে মাথার চামড়া সারাদিন জোরে জোরে আচড়া আচড়ি করে।

চিকিৎসা - মাথার উকুন নাশের সবচেয়ে ভালো ঔষধ হল **ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া** - (২০০)। এ ওষুধটি প্রয়োগে যদি ভালো ফল না পাওয়া যায় তবে ঐ রোগীকে **স্যাবাডিনা** - **কিড** ওষুধটি আধকাপ জলে ২০ ফোঁটা মিশিয়ে ঐ জলে মাথা ধুইয়ে দিলে উকুন মরে যাবে।

চোখের অসুখ

• রাতকানা •

রোগের কারণ - মূলত ভিটামিনের অভাবে এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এই রোগটি হয়। তাছাড়া ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের কারণেও এই রোগটি হয়।

রোগের চিকিৎসা - **চায়না** - (৩০), **ফাইজসটিগমা** - (৩০) **নাক্সভম** - ২০০, **ফসফরাস** (২০০) এই রোগ নিরাময়ে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে।

কোন কোন অবস্থায় কোন ওষুধটি প্রয়োগ করবেন -

চায়না - (৩০) - যদি ম্যালেরিয়াজনিত কারণে বা অধিক রক্তস্রাবের কারণে রাতকানা রোগ হয় তবে **চায়না** - (৩০) সপ্তাহে একবার দিলে রোগ নিরাময় হবে।

ফাইজসটিগমা - (৩০) অপুষ্টি, কম আলোতে পড়া প্রভৃতি যে কোন কারণে হোক রাতকানা রোগ দেখা দিলে তাকে সপ্তাহে একদিন ১ ফোঁটা করে এই ওষুধটি দিলে রাতকানা রোগের উপশম হয়।

নাক্সভম - (২০০) - অত্যধিক মদ্যপান, কুইনাইন ঔষধ সেবন ও রাত্রি জাগরণের জন্য যদি রাতকানা রোগ হয়। তবে তাকে **নাক্সভম** - (২০০) দিলে ভালো হয়।

ফসফরাস - (২০০) - রাতকানা রোগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঔষধ হল **ফসফরাস** - (২০০)।

• দিনকানা •

রোগের লক্ষণ - অনেক সময় দেখা যায় যে কোন কোন ব্যক্তি রাতে ভালো দেখে। তীব্র আলো তারা সহ্য করতে পারে না।

রোগের কারণ - রোদে ঘোরা, অধিক সময় তীব্র আলোর মধ্যে থাকা, অত্যধিক দুর্বলতা এবং শরীরে ফসফরাসের অভাবের কারণে এই রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণ অনুযায়ী রোগের চিকিৎসা - এই রোগের নির্ভরযোগ্য ওষুধ হল **নেট্রাম মিউর** - (৩০), **বোথ্রপস** - (৩০) ও **ফরফরাস** - (২০০)।

নেট্রাম মিউর - (৩০) - দিন কানা রোগের এটি একটি মহৌষধ। ৭ দিন অন্তর ১ ফোঁটা করে সেব্য।

বোথ্রাপস - (৩০) - দিনকানা রোগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ওষুধ হল **বোথ্রাপস** - (৩০)। সপ্তাহে ১ মাত্রা সেব্য।

ফসফরাস - (২০০) - রোগা পাতলা ফর্সাদের দিনকানা রোগে **ফসফরাস** - (২০০) কার্যকরী হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

• চোখে ছানি •

রোগের কারণ ঃ বৃদ্ধ বয়সে শরীরের ক্ষয়, অতিরিক্ত কুইনাইন, মাদকদ্রব্য সেবন, বহুদিন ধরে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বহুমূত্র রোগে ভোগা, চোখে কোনওভাবে আঘাত লাগা, তীব্র আলোকপাত প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

বিভিন্ন লক্ষণ ভেদে রোগের চিকিৎসা ঃ বয়স জনিত কারণে চোখে ছানি পড়লে তাকে **আয়োডোফরম** - (৬) দিনে ২ বার ১ ফোঁটা করে দিলে ছানি কাটে।

যদি অধিক মাদকদ্রব্য ও কুইনাইন সেবনে চোখে ছানি পড়ে - তবে সেই রোগীকে **নাক্সভমিকা** - (২০০) রোজ রাতে ১ ফোঁটা করে দিলে ছানি কাটে।

রোজ রাতে শোবার আগে যদি **সিনেরোরিয়া মেরিটিমা মাক্কাস** - ১ফোঁটা করে ২ চোখে দেওয়া যায়, তবে ছানি কাটবে। চোখের ছানি কাটাতে **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর** - ১২ প্রতিদিন ১ বার করে দিলেও চোখের ছানি কাটবে। **কস্টিকম** - (২০০), **লাইকোপোডিয়াম** - (২০০), **ফসফরাস** - (২০০), **ক্যানাবিস ইন্ডিকা** - (৩০), **এসিড ফ্লোর** - (৬) এর ১ ফোঁটা করে প্রতিদিন দিলেও চোখের ছানি কাটবে।

• চোখে রক্ত জমা •

চোখের রক্তজমার কারণ - চোখে ধুলো, বালি, কয়লা, ছাই, অন্য কোন বস্তুর কণা পড়লে বা কারণে অকারণে চোখ রগড়ালে চোখে রক্ত জমে। তাছাড়া চোখে কীট পতঙ্গের দংশন, আঘাত, পতন প্রভৃতি কারণেও রক্ত জমতে পারে।

রোগের চিকিৎসা - **বেলেডোনা** - (৩০), **মার্ককর** - (৩০), **রুটা** - (২০০), **লিডাম** - (২০০), **সিম্ফাইটাম** - (২০০) এবং **হাইপোরিকাম** - (২০০) প্রভৃতি ওষুধগুলো এই রোগ নিরাময়ে কার্যকরী।

কোন লক্ষণে কোন ওষুধটি দেবেন

বেলেডোনা - (৩০) যদি ধুলো-বালি পড়ে বা ঠান্ডা লেগে চোখে রক্ত জমে আর তার সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা হয় তবে **বেলেডোনা** - (৩০) ৭ দিন অন্তর ১ ফোঁটা করে দেবেন।

মার্ককর - (৩০) যদি প্রমেহ প্রভৃতি রোগের কারণে চোখে রক্ত জমে তবে **মার্ককর** - (৩০) দেবেন।

রুটা - (২০০) অতিরিক্ত চোখের কাজ করা, বা সিনেমা দেখার কারণে যদি রক্ত জমে তবে **রুটা** (২০০) দেবেন।

লিডাম - (২০০) চোখে আলপিন বা ছুঁচ ফোটার কারণে যদি রক্ত জমে তবে লিডাম - (২০০) দিনে ২ বার দিলে ভালো হয়।

সিম্ফাইটাম (২০০) - চোখে যদি আঘাত লেগে রক্ত জমে তবে দেবেন **সিম্ফাইটাম** (২০০)। যদি চোখে কোন কিছু ঢোকার কারণে রক্ত জমে তবে তাকে **আর্ণিকা** - (২০০) দিনে ২ বার করে দেবেন।

হাইপোরিকাম - (২০০) যদি কোন আঘাতে চোখ জখম হয়ে রক্ত জমে তবে **হাইপোরিকাম** ২০০ দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

• চোখে আঞ্জনি •

রোগের লক্ষণ ঃ চোখের উপরের বা নিচের পাতায় ছোট ফোঁড়ার মত এক প্রকার ফুস্কুরি দেখা দেয়। কখনও কখনও তা বেশ শক্ত হয়। পাকে না, ফাঁটে না, যন্ত্রণাও থাকে না। আবার কখনও কখনও ভীষণ যন্ত্রণা হয় - পেকে গিয়ে পুঁজ বের হলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

রোগের কারণ - সাধারণত ধাতু দোষ, অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগানো, অত্যাধিক দুর্বলতার কারণে এই রোগটি হয়।

চিকিৎসা — পালসেটিলা - (৩০) , **মার্কসল** - (৩০) , **স্ট্যাফাইসেগ্রিয়া** - (২০০), **সালফার** - (২০০), **গ্রাফাইটিস** (২০০) ও **হিপার সালফার** - (৬) প্রয়োগে রোগ নিরাময় হয়।

কোন উপসর্গে কোন ওষুধটি দেবেন ঃ যদি অঞ্জনিতে ব্যথা না থাকে - তবে তাকে **পালসেটিলা** - (৩০) দেবেন। চোখের পাতার উপরে অঞ্জনি হলে তাকে **মার্কসল** - (৩০) দেবেন। যদি বার বার অঞ্জনি হয়ে তা শুকিয়ে শক্ত হয়ে থাকে, তবে তাকে **স্টাফাইসেগ্রিয়া** - (২০০) খালি পেটে সকালে ১ ফোঁটা খেলে রোগ নিরাময় হয়। যদি অঞ্জনিতে পুঁজ হয় তবে তাকে **হিপার সালফার** (৬) দিলে রোগ নিরাময় হয়। চোখের নীচের পাতায় অঞ্জনি হলে তাকে **গ্রাফাইটিস** (২০০) দিলে ভালো হবে।

• চক্ষু রেটিনার প্রদাহ •

রোগের কারণ ঃ চোখের অতিরিক্ত ব্যবহার, বহুমূত্র জনিত পীড়া, রক্তস্রাব, জায়গায় জায়গায় সাদা দাগ, অতিরিক্ত চোখের কাজ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ ভেদে চিকিৎসা — রোগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সামান্য জ্বালা যন্ত্রণায় রোগীকে **বেলেডোনা** - (৩) দিলে রোগ নিরাময় হয়। **মার্কসল** (২০০) যদি আগুনের দিকে তাকালে বা আলো দেখলে প্রদাহ হয় তবে তাকে **মার্কসল** - (২০০) দেবেন। রেটিনায়যদি রক্তস্রাব হয়, আলো অসহ্য হয় তবে সেই রোগীকে **কালিআয়োড্** - (৩০) দিন। যদি রোগীর বেশি আলো অসহ্য হয় কম আলোতে দেখতে পায় চোখের সামনে সব কিছু উপছে পড়ছে এমন মনে হয় তবে তাকে **ফসফরাস** (২০০) ১ ফোঁটা দিন।

যদি চোখ নাড়ালেই যন্ত্রণা বাড়ে, চুপচাপ থাকলে কমে, চোখের সামনে কালো কালো দাগ দেখা দেয় তবে তাকে **ব্রায়োনিয়া** (২০০) দিলে ভালো হবে।

• চোখে জল পড়া •

রোগের কারণ ঃ চোখের কোনে আছে নাকের একটি ছিদ্র। চোখের এই ছিদ্র দিয়ে চোখের জল নাকে গিয়ে শ্লেষ্মা হয়। আর যদি কোন কারণে এই ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় তবে চোখ দিয়ে জল পড়ে। চোখে ময়লা জমে ছিদ্রপথ বন্ধ হতে পারে। এরূপ হলে কিন্তু চোখ জ্বালা করে।

লক্ষণ ভেদে রোগের চিকিৎসা ঃ যদি চোখের ভিতরের অংশ লাল হয়, চোখের পাতা ফুলে ওঠে, চোখের তারার উপর আঠার মত পিচুটি জমে থাকে তবে চোখ থেকে জল পড়ে, এরূপ লক্ষণের রোগিকে **ইউফ্রেসিয়া** - (৩০), দিনে ১বার করে দিনে ৩ বার দিলে চোখে দিয়ে জল পড়া বন্ধ হবে। আঘাতজনিত কারণে যদি চোখ থেকে জল পড়ে তবে তাকে **আটিমিসিয়া** - (৩০) দিলে জলপড়া বন্ধ হবে। যদি ডানদিকের চোখ দিয়ে জল পড়ে আর তা ঠান্ডা

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

লাগার কারণে হয় এবং সে জায়গা হেজে গিয়ে পুঁজের মত স্রাব নির্গত হয় তখন তাকে **রাসটাক্স** - (৩০) দিলে ভালো হবে। যদি কি কারণে চোখ দিয়ে জল পড়ছে তা বুঝতে পারা না যায় তবে তাকে **নেট্রাম মিউর** - (২০০) সকালে খালি পেটে ১ ফোঁটা দিলে রোগ নিরাময় হবে।

• ঝাপ্সা দৃষ্টি •

রোগের কারণ ঃ দীর্ঘকাল ধরে শোক ভোগ ও মানসিক রোগ ভোগের ফলে স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে এবং বহুদিন ধরে কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে চোখের পিউপিল প্রসারিত হয় তা আলোকে সঙ্কুচিত হয় না, অক্ষিগোলক পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়, যার ফলে চোখে ঝাপসা দেখে।

রোগের লক্ষণ ঃ প্রথম অবস্থায় সব বস্তু ঝাপসা দেখে, তারপর দূরের বস্তু একেবারে দেখতে পায় না, এরপর ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি একেবারে চলে যায়।

চিকিৎসা ঃ কোন লক্ষণে কোন ওষুধ দেবেন

যদি চোখের ভিতর যন্ত্রণা হয় এবং শুধুমাত্র ডান চোখে একটা আলো চকচক করে তবে তাকে **কমোক্লেডিয়া** - (৩০) দেবেন।

যদি চোখে যন্ত্রণা হয়, সবসময় চোখ দিয়ে জল পড়ে আলোতে সব কিছু রামধনুর মতো দেখায় তবে সেই রোগীকে **অসামিয়াম** - (৩০) দেবেন। যদি আলোর দিকে তাকালে মুখমণ্ডল লাল হয়, মাথা দপদপ করে তাকে **বেলেডোনা** - (৩০) দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

যদি চোখ নাড়লেই যন্ত্রণা হয় লেখাপড়া করলে যন্ত্রণা হয়, রাতে বেদনা বাড়ে তাহলে তাকে **ব্রায়োনিয়া** - (৩০) দিন।

যদি চোখের সামনে নানারকম রঙ দেখায়, আলোর চারদিকে ঝড়ের মত দৃশ্য দেখায় তবে তাকে **ফসফরাস** (২০০) দিন। দিনে ১ বার ৭ দিন অন্তর।

যদি চারদিকে অন্ধ কার দেখে তবে তাকে দিন **মার্ফিনাম** - (৩০)।

যদি কপালের উপরে যন্ত্রণা হয়, স্নায়বিক যন্ত্রণা হয় এবং সব কিছু ঝাপসা দেখে তবে তাকে দিন **সিড্রণ** - (২০০)।

• ট্যারাদৃষ্টি •

রোগের কারণ ঃ অত্যধিক ক্রিমি, ধনুষ্টঙ্কার, আপেক্ষ প্রভৃতি কারণে এ রোগ হয়।

বিভিন্ন লক্ষণ ভেদে রোগের চিকিৎসা

ক্রিমিজনিত কারণে এই রোগ হলে তাকে **সিনা** - (২০০) ১ ফোঁটা দেবেন।

ট্যারাদৃষ্টি সারাতে সবচেয়ে ভালো ঔষধ হল - **এলিউমিনা** - (২০০) যদি মোটা চেহারার ব্যক্তির মাথা অনবরত ঘামে, ঠান্ডা লাগলে অসুস্থ হয় তবে তাকে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** - (৩০) ১ ফোঁটা দেবেন।

• ডবল দৃষ্টি •

রোগের লক্ষণ - এই রোগে প্রত্যেকটি বস্তুকে দুটো করে দেখায়। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সামনের বা পেছনের দিকে তাকালে আর একটি দেখা যায়।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

চিকিৎসা — এই ডবল বা দুটি করে দেখা রোগ নিরাময় থেকে মুক্তি পেতে প্রথমে সেই রোগীকে দেবেন - **ইউফার্বিয়া - (৩০)**। যদি তাতে এই রোগটি না সারে তবে তাকে **ওলিয়েন্ডার - (৩০)** ১ ফোঁটা করে দেবেন।

• চোখের পাতা নাচা •

রোগের লক্ষণ ঃ অনেক সময় দেখা যায় চোখের পাতা বিনা কারণেই অস্বাভাবিকভাবে নাচছে। এতে স্বাভাবিক দৃষ্টি স্থির থাকে না।

চিকিৎসা ঃ এই রোগের সবচেয়ে ভালো ওষুধটি হল **চায়না - (৩০)**। রোজ সকালে এই ওষুধটির ১ ফোঁটা করে দিলে রোগ ভালো হয়। তবে রোগ নিরাময় হলে আর দেবেন না।

সুন্দরী, শান্ত, ধীর, স্থির মহিলাদের এ রোগ হলে তাদের **পালসেটিলা - (৩০)** ১ ফোঁটা দেবেন। আর কুৎসিত উগ্র স্বভাবের ঝগড়াটে মেয়েদের ক্ষেত্রে **ইগ্নেসিয়া - (৩০)** ১ ফোঁটা দেবেন।

• চক্ষু তারকার প্রদাহ •

রোগের কারণ - চোখের অতিরিক্ত ব্যবহার, বাত, প্রমেহ, আঘাত প্রভৃতি কারণে এটা হয়।

লক্ষণ অনুযায়ী রোগের চিকিৎসা

যদি চক্ষু তারকার যন্ত্রণা খুব বেশি হয় তবে ঐ রোগিকে **এলিয়মসিপা** দেবেন। ১ ফোঁটা সেবনেই যন্ত্রণা কমবে।

যদি চোখ আগুনের মত জ্বলে, রাতে যন্ত্রণা বাড়ে, গরমে কমে তবে সেই রোগীকে **আর্সেনিক** - (৩০) দিলে ভালো হবে।

যদি আঘাত জনিত কারণে চোখ ফোলে। চোখ দিয়ে রক্তপড়ে আলো অসহ্য হয় তবে তাকে দিন **আর্ণিকা - (৩০)**।

উপদংশের পর রোগ, চোখের ভিতর ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা, ঠান্ডা জল ব্যবহারে রোগের উপশম হয় তবে তাকে দিন **অরম মেট - (৩০) বা এসাফিউডা - (৩০)**।

রোগের প্রথম অবস্থায় যখন বেদনা কমে বাড়ে তখন সেই রোগীকে দিন **বেলেডোনা - (৩০)**।

যদি চোখের গোলকের চারপাশে যন্ত্রণা হয়, কনকন করে, খোঁচা মারা যন্ত্রণা হয়, চোখ নাড়লে, গরমে বা রাত্রে বেদনার বৃদ্ধি হয় তবে ঐ রোগীকে **ব্রায়োনিয়া** - (৩০) দেবেন। চোখের পাতার উপরে ও কপালে যদি সব সময় যন্ত্রণা হতে থাকে তবে তাকে **সিড্রণ (২০০)** দিলে ভালো হয়।

বাত জনিত রোগ, চোখ দিয়ে সব সময় জল পড়া, জ্বালা করা, পুঁজ হয়ে চোখ বন্ধ হওয়া, সব কিছু ঘোলাটে দেখা প্রভৃতি উপসর্গে তাকে **ইউফ্রেসিয়া - (৬) বা আটিমিসিয়া (৬)** দিলে ভালো হয়।

• চক্ষু প্রদাহ •

রোগের কারণ ঃ অধিক গরমে ঘোরা, ঠান্ডা লাগানো, ঠান্ডা জলে ভেজা, চোখে ধুলিকণা পড়া, আঘাতজনিত কারণে এই রোগ হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

লক্ষণভেদে রোগের চিকিৎসা

যদি চোখ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ক্ষত হয় আর সেই জায়গা থেকে হলদে রংয়ের রস বের হয় তবে তাকে **আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম - (৩০)** দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

যদি সকালে ও সন্ধ্যায় চোখের যন্ত্রণা বাড়ে এবং প্রচুর পুঁজ জমে তবে তাকে দিন **হিপার সালফার - (৩০)**।

যদি চোখের ভিতর ক্ষত হয়ে চোখ লাল হয় এবং পিঁচুটি পড়ে, চোখ বুজে থাকে তবে তাকে দিন **এসিড নাইট্রিক - (৩০)**।

চোখ যদি খুব লাল হয়, রোগী রোদ আলোর দিকে তাকাতে অক্ষম হয় তার সঙ্গে মাথায় প্রবল যন্ত্রণা অনুভূত হয় তবে তাকে **বেলেডোনা - (৩০)** দিনে ২ বার ২ ফোঁটা করে দেবেন।

যদি চোখ থেকে সবসময় জল পড়ে, তার সঙ্গে সর্দি থাকে। রোগী আলোর দিকে তাকাতে অক্ষম হয় তবে তাকে **ইউফ্রেসিয়া - (৩০)** দিলে ভালো ফল হয়।

যদি সব সময় চোখ জ্বালা করে, চোখ লাল হয়, চোখে পুঁজ জমে। রোদে বা আলোতে তাকাতে অক্ষম হয়, রাতে যন্ত্রণা বাড়ে। পিঁচুটিতে চোখ বুজে থাকে, তবে ঐ রোগীকে **মার্কিউরিয়াস - (৩০)** দেবেন।

নাকের রোগ

• নাকের সর্দি •

রোগের কারণ - নাকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহের জন্য শ্লেষ্মা বের হতে থাকে একে বলে নাকের সর্দি।

বিভিন্ন লক্ষণে বিভিন্ন চিকিৎসা ঃ যদি নাক দিয়ে জলের মত পাতলা সর্দি বের হয়, নাকের ভিতর ঘায়ের মত হয় এবং যন্ত্রণা হয়, সামান্য জ্বর হয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে, হাঁচি আসে, রাতে নাক সেটে ধরে, তাহলে সেই রোগীকে **আয়োডিন ৩০** দেবেন। দিনে ২ বার ২ ফোঁটা।

যদি ঠান্ডা লাগার কারণে সর্দি হয়, সঙ্গে কাশি হয়, জ্বর জ্বর ভাব থাকে, গায়ে যন্ত্রণা থাকে, মাথা ধরে, রাতে নাক সেটে ধরে তবে সেই রোগীকে **ক্যাম্ফর - (৬-৩০)** দেবেন। ১ ফোঁটা করে ৫/৬ বার।

যদি তরল জলের মত জল নাক দিয়ে বের হতে থাকে এবং বার বার হাঁচি ওঠে, চোখ লালবর্ণ হয়। আলোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে অসুবিধা হয়, তবে ঐ রোগীকে **ইউফ্রেসিয়া - (৩০)** দেবেন। দিনে ৩ বার ১ ফোঁটা করে।

যদি সর্দির সঙ্গে থক থক কাশি বের হয়, গলায় ব্যথা হয়, ঢোক গিলতে গেলেও ব্যথা লাগে তাহলে সেই রোগীকে **জেলসিমিয়াম (৬)** দিনে ৪ বার করে দেবেন।

• নাক থেকে রক্ত পড়া •

রোগের কারণ - রক্তচাপ বৃদ্ধি, বেশি রোদে ঘোরা, ঋতুস্রাবের অনিয়মিতা, সর্দি বসে যাওয়া, মাথায় আঘাত লাগা, যকৃতের দোষ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

লক্ষণ অনুসারে রোগের চিকিৎসা ঃ উপরিউক্ত যে কোন কারণেই নাক দিয়ে রক্ত পড়লে রোগীকে **ফেরাম পিক্রিকাম - (৩০)** দেবেন।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

আঘাত বা অন্য কারণে নাক দিয়ে যদি রক্ত পড়ে তবে সেই রোগীকে **ফেরামফস (৩-৬)** ২ ফোঁটা গরম জলে দিয়ে দিনে ৩/৪ বার দেবেন।

উচ্চ রক্তচাপ হেতু যদি নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তবে সেই রোগীকে **একোনাইটন্যাপ ১ - ৩** দিলে রক্ত পড়া কমবে।

মাসিক বন্ধ হওয়া বা মাসিককালীন নাক দিয়ে রক্ত পড়লে **নেট্রাম সালফ ৩, ৬, ১২** দিলে রক্তপড়া বন্ধ হবে।

নাক দিয়ে রক্তপড়া বন্ধের এবং যে কোন রক্তপড়া বন্ধের একটি অব্যর্থ ওষুধ হল **নেট্রাম নাইট্রিকাম - (৩০)**।

যদি মাথায় রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণে মাথা ভার হয়ে থাকে এবং সেই সঙ্গে রক্তপাত ঘটে তবে সেই রোগীকে **মিলিফোলিয়াম - কিড** - ৩ দিনে ৩/৪ বার দিলে রোগ নিরাময় হয়।

• নাকের অর্বুদ •

রোগের উৎপত্তি ঃ নাসারন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি থেকে নাকের অর্বুদ হয়। রোগটা পুরুষদেরই বেশি হয়। নাকের মধ্যে বহুসংখ্যক অর্বুদ হয় তা পেকে যায় এবং পুঁজও নির্গত হয়।

লক্ষণ অনুযায়ী রোগের চিকিৎসা ঃ নাকের অর্বুদ যদি শক্ত এবং রসযুক্ত হয়, সেখান থেকে দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব নির্গত হতে থাকে তবে ঐ রোগিকে **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ৩-৬** দেবেন। এই ওষুধটির ২ ফোঁটা সামান্য গরম জলে দিয়ে ২/৩ বার সেবন করলে রোগ নিরাময় হবে।

নাসিকায় অর্বুদের সবচেয়ে ফলদায়ক ঔষধ হল **কর্মিকা বুফা - ১**।

নাসিকা অর্বুদের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য ওষুধ হল **থুজা - (৩০) - (২০০)** শক্তি।

অপরিষ্কার থাকার দরুন নাকে অর্বুদ হলে তাকে দিন **সোরিনাম ২০০**।

শক্ত অর্বুদ যদি নরম ও থলথলে হয়ে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ায় বিঘ্ন ঘটায়, তবে তাকে দিন **ক্যালকেরিয়া ফস** ৬ দিনে ১ ফোঁটা করে ২ বার।

• সাইনাস বা নাকের নালী ঘা •

রোগের কারণ - নাসিকা ঝিল্লির বৃদ্ধি বা কোনরকম অর্বুদ নির্গম পথকে আটকে দিলে কপালে নালী ঘা হয়। সাইনাস শব্দে কপালের ব্যধিকেই বোঝায়। এটা সর্দি থেকেই হয়। সর্দি বের হতে না পেরে তা দানা বাঁধে, তখন কপালে একটা ভারবোধ হয় এবং বেদনা হয়।

বিভিন্ন লক্ষণে রোগের চিকিৎসা ঃ যদি নাক থেকে পাতলা রক্ত মিশ্রিত পুঁজ বের হয় বা নালীক্ষত শুকোয় না তখন **সাইলেসিয়া ৬, ৩০, ২০০** দিনে ৪ বার করে সপ্তাহে ১ দিন সেবনে রোগ নিরাময় হয়।

নাসাগর্তে নালি ঘায়ের কারণে যদি সূচ ফোঁটানো বা মোচড়ানো ব্যথা হয়, চোয়ালে জ্বালা ও দপদপানি বোধ হয়, তবে সেই রোগীকে **ফসফরাস (৬-৩০)** দিনে ১ ফোঁটা করে ৩/৪ বার দিলে রোগ নিরাময় হবে।

উপদংশ রোগের কারণে যদি নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় তাতে নাকে দপদপানি ও ভীষণ যন্ত্রণা হয়, রাতে যন্ত্রণা বাড়ে, তবে সেই রোগীকে **ক্যালিহাইড্রো (৬-৩০)** দিলে রোগ নিরাময় হবে।

কপালে যদি তীব্র যন্ত্রণা হয়, চোখেও তা ছড়িয়ে পড়ে তবে সেই রোগীকে **ফ্লোরিক এসিড - ৬ - ৩০** দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

• নাক বন্ধ •

রোগের কারণ ঃ বার বার সর্দি, অতিরিক্ত নাকে নস্যি নেওয়া ও মদ্যপান হেতু এই রোগটি হয়। এতে নাকের ছিদ্র সরু হয়ে যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ অনুসারে রোগের চিকিৎসা

যদি অপরিষ্কার থাকার কারণে বার বার সর্দি হওয়ায় এই রোগ হয় তবে সেই রোগীকে **এমন কার্ব - (৬)** দিনে ৩ বার করে ৩ দিন দিলে রোগ নিরাময় হবে। যদি ঠান্ডা লাগার কারণে নাকের সর্দি হয় এবং তাতে অর্বুদ হয়ে নাক বন্ধ হয়ে আসে তবে সেই রোগীকে **নাক্সভমিকা (২০০)** বা **লাইকোপোডিয়াম (২০০)** দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

• নাকের ক্ষত •

রোগের কারণ - যে সব কারণে এই রোগ হয় তার মধ্যে পুরাতন সর্দি, আঘাত, নাকের পলিপাস, কঠিন জিনিস নাকে ঢোকানো বা আঙুলের নাখের খোঁচা লাগানো প্রভৃতি কারণে এই রোগটি হয়।

কোন লক্ষণে কোন ওষুধ দেবেন ঃ যদি নাকের ক্ষত থেকে সুতোর মত লম্বা, আঠার মতো চট্‌চটে সর্দি বের হয় তবে তাকে **ক্যালিবাইক্রম** (৬-৩০) দিলে রোগ ভালো হয়।

যদি নাকের ঠিক মূল স্থানটি আবদ্ধ থাকে এবং তার ফলে নাক সেটে থাকে এবং সেখান থেকে দুর্গন্ধ যুক্ত পুঁজ বের হয় এবং মাথায় যন্ত্রণা হয় তাকে **ক্যাডমিয়াম সালফ - ৩** দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। নাক থেকে যদি হলদে রংয়ের সর্দি বের হয় যার ফলে ঘ্রাণ শক্তি লোপ পায় তবে তাকে **সিফিলিনাম ১-১,০** রোজ সকালে ১ ফোঁটা করে ৩ দিন দেবেন। রোগ নিরাময় হবে।

নাকে ক্ষত হওয়ার ফলে যদি নাক ফোলে, বেদনা হয়, জ্বালা যন্ত্রণা হয়, ঘাড়ের গ্ল্যান্ড ফোলে তবে সেই রোগীকে **মার্কপ্রোটোআয়োড ৩** চূর্ণ দেবেন।

এছাড়া আরাম **মেটালিকাম - ৩, এলিউমিনা - ৬, নাইট্রিকা - ৩, আর্সেনিক এল্বাম - (৬-৩০)** ঔষধের যে কোন একটি প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

• সর্দি ও হাচি •

রোগের কারণ - ঠান্ডা লেগে বংশগত শ্লেষ্মার দোষে এবং অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবনে এই রোগটি হয়।

বিভিন্ন লক্ষণভেদে চিকিৎসা ঃ যদি নাক ও চোখ দিয়ে জল পড়ে, গলার স্বর বসে যায়, গলা শুড় শুড় করে, বারবার প্রস্রাব হয়, হাতে পায়ে বেদনা হয় তবে তাকে **এপিয়াম সেপা - (৩০)** ১ ফোঁটা করে দিনে ২ বার দেবেন।

যদি গরম বা বাতাস লেগে সর্দি হয়, তার সঙ্গে জ্বর হয়, বুকে ব্যথা অনুভূত হয়, সর্দি জমে মাথা ভার হয়, গা হাত-পা পিঠ ভয়ানক ব্যথা হয় তবে ঐ রোগীকে **ব্রায়োনিয়া - (৬)** দিনে ৩ বার করে ৭ দিন দেবেন।

যদি সর্দির সঙ্গে জ্বর, বমি হয়, বার বার হাঁচি ওঠে, বুকে বুদবুদ শব্দ হয় তবে ঐ রোগীকে **ইপিকাক - (৩০)** দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ডানমাথা ও ডানদিকের ব্যথা যদি সর্দির কারণে খুব বেশি হয় তবে সেই রোগীকে দিন **স্যাংগুনেরিয়া - (৬)**। দিনে ১ ফোঁটা করে ৩ বার।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

সর্দি জ্বরের প্রথম অবস্থায় শীত করলে, সর্দি বুকে হিস হিস করলে, বুকে বুদ বুদ শব্দ হলে ঐ রোগীকে **ইপিকাক - (৩০)** ১ ফোঁটা করে দিনে ২ বার দিন।

শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস লাগার কারণে যদি সর্দি, কাশি ও হাঁচি হয় তবে ঐ রোগীকে দিন **ডালকামারা - (৩০)** । দিনে ৩ বার ১ ফোঁটা করে।

সর্দি বা সর্দি জ্বরের প্রথম অবস্থায় যদি নাক চোখ দিয়ে পুঁজ পড়ে, শীত শীত করে তবে ঐ রোগীকে দিন **ক্যাম্ফর - (৬)**।

কানের রোগ

• কানে পুঁজ •

কোন কোন লক্ষণে কোন ওষুধটি দেবেন ঃ যদি কান দপ দপ করে তবে সেই রোগীকে দিন **মার্কসল - (৩০)** ।

যদি কানের কিছুটা বাইরে কিছুটা উপরে ক্ষত হয়ে পুঁজ হয় তবে সেই রোগীকে দিন **সোরিনাম - (২০০)**।

যদি কানে ঘা হয়ে পুঁজ নির্গত হয় এবং এর কারণে শুনতে অসুবিধা হয় তবে তাকে দিন **ক্যালকেরিয়া সালফ - (৩০), হিপার সালফার - (৩০)**।

তবে কানে পুঁজের অব্যর্থ ওষুধ হল **টেলুরিয়াম - (৩০)**।

• কানের ভিতরে ফোঁড়া •

লক্ষণ ঃ কান ফুলে ওঠে; কানে দপদপ করে ব্যথা হয়, কানের শ্রবণ শক্তির হ্রাস লক্ষণীয়।

যদি উক্ত লক্ষণ থাকে তাহলে **সালফার-৩০, হিপার সালফার - ৬ থেকে ২০০ শক্তি, মার্কসল-৬; বেলেডোনা ১** ভালো কাজ করে।

যদি কানের ভেতরে ফুসকুরি এবং ফোড়ায় প্রচন্ড যন্ত্রণা হয় তাহলে হিপার সালফার মেডিসিনের প্রয়োগে রোগ নিরাময় হবে।

• কানে শুনতে না পাওয়া •

রোগের কারণ ঃ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগা, কানে জল যাওয়া, পুঁজ হওয়া, স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

লক্ষণ অনুযায়ী রোগের চিকিৎসা ঃ যদি জলে ভিজে বা মাটিতে শুয়ে ঠাণ্ডা লাগার কারণে কানে কম শোনে, তবে ঐ রোগীকে **রাসটাক্স (৩০-২০০)** দিনে ১ ফোঁটা করে ৩ বার দিন।

যদি কান থেকে রক্তমিশ্রিত পুঁজ বের হওয়ার কারণে শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায়, তবে সেই রোগীকে **মার্কিউরিয়াস - (৬-৩০)** দিনে ১ ফোঁটা করে ৩ বার দিন।

সর্দি কাশি জনিত কারণে শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেলে সেই রোগীকে দিন **সাইলেসিয়া (৬-১২)** ১ ফোঁটা গরম জলে দিয়ে ৩ বার। স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য যদি শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায় তবে সেই রোগীকে দিন **ম্যাগনেসিয়া ফস্ (৬-১২)। ক্যালিমিউর ৩-৬** ।

বর্ষাকালে ঠাণ্ডা লেগে শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেলে দিতে হবে **ডালকামারা** - ৬-৩০ দিনে ১ ফোঁটা করে ৩ বার।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেলে দিতে হবে **একোনাইট** ১-৩। দিনে ১ ফোঁটা করে ৩ বার।

যাদের সব সময় কান বো বো করে, টুং টাং শব্দ হয় তাদের **কষ্টিকম (২০০)** দিলে ভালো ফল হয়। যে সব শিশু সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করে, কানে হাত দিলেই কাঁদে তাদের **ক্যামোমিলা (৬-৩০)** দিলে ভালো হয়।

• কর্ণ প্রদাহ •

লক্ষণ ঃ কানে প্রচণ্ড ব্যথা; কান ফুলে যাওয়া, কান লাল হয়ে যাওয়া; এর সাথে জ্বর হওয়া; কানের ভিতর যন্ত্রণা।

চিকিৎসা ঃ যদি রুগীর কানের মধ্যে বারবার ফোঁড়া ওঠে তাহলে **ক্যালকেরিয়া পিক্রেটা-৩০** ভালো বাজ দেয়। যদি রুগী গরম সেক সহ্য করতে না পারে তাহলে **ক্যামোমিলা ১**, একমাত্রা করে দিনে ৩/৪ বার আর শিশুদের ক্ষেত্রে ৬, ৩০ একমাস দিনে ২ বার ভালো কাজ করে।

এছাড়া **একোনাইট; পালসেটিলা; টেলিউরিয়াম; মার্কসল** উল্লেখযোগ্য ঔষধ।

• মামস্ বা কর্ণমূল প্রদাহ •

লক্ষণ ঃ কানে ব্যথা; কানে তালা লাগা, সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া, ভালো শুনতে না পাওয়া, জ্বর হওয়া, মৃত্যু ভয় প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা ঃ জ্বর বেশী হলে, ঢোক গিলতে কষ্ট হলে **মার্কবিন আয়োড-৩** প্রয়োগে ভালো ফল হয়। যদি রুগীর অনবরত লালা বাড়তে থাকে তাহলে **মার্কিউয়াস আয়োডেটাম ৩, ৩০** দিনে ৩/৪বার ফলপ্রদ।

এছাড়া **একোনাইট, মার্কবিন আয়োড, হিপার সালফার, ফাইটোলককা** উল্লেখযোগ্য ঔষধ।

• বধিরতা •

লক্ষণ ঃ কানে সড় সড় করা; কানে পূঁজ; সবসময় কানে ব্যথা।

চিকিৎসা ঃ যদি ঠাণ্ডা জল লাগলে যন্ত্রণা হয় তাহলে বায়োকেমিক **ফেরাম ফস-৬, ১২**, ভালো ফল দেয়। কানের মধ্যে নানা রকমের শব্দের জন্য বধিরতা হলে **নেট্রাম ফ্যালি সিলিকাম-৩, ৬** শক্তি ফলপ্রদ।

এছাড়া **ম্যাগনেসিয়া ফস, ইল্যাপ্স, মার্কভাইভাস, কেলিহাইড্রো, আর্নিকা** উল্লেখযোগ্য ঔষধ।

• কর্ণশূল •

লক্ষণ ঃ কানের ভেতর শক্ত অথচ ভঙ্গুর ছোট গুটি আটকে থাকে। কানের ভেতর চুলকোয়, ফরফর করে।

চিকিৎসা ঃ শিশুদের কানে যদি ঐ ধরনের নোংরা জমাট বাধে তাহলে মূলেন অয়েল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া তুলো ক্যালেন্ডুলাতে ভিজিয়ে কান পরিষ্কার করা দরকার।

যদি কানে নোংরা জমাট বেধে জ্বলুনি হয়, দপদপ, ফরফর খুব বেশী মাত্রায় হয় তবে বড়দের ক্ষেত্রে **কার্বোভেজ ৩০, সালফার-৩০** উপকারী।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

গলার রোগ

• স্বরভঙ্গ •

লক্ষণ ঃ টনসিল ফুলে যায়, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, অনবরত কাশি, শ্বাসনালীতে জ্বালা, শ্লেষ্মা গলায় জড়িয়ে আছে মনে হওয়া প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা ঃ যদি কিশোরদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শরীরের বৃদ্ধি শ্লথ, সহজেই টনসিল ফোলে তাহলে **ব্যারাইটা কার্ব** ৬, ৩০, ২০০ ফলপ্রদ। যদি রোগী অনবরত কাশে তাহলে **ফসফরাস**-৬, ৩০ ফলপ্রসু। এছাড়া ফাইটোলকফা, কষ্টিকাম উল্লেখযোগ্য ওষুধ।

• গলার ক্ষত •

লক্ষণ ঃ নাক থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হয়, গলায় ব্যথা, লালা স্রাব হয়—

চিকিৎসা ঃ **মার্কসল**-৬ দিনে ২বার ও **ক্যালিবাইক্রোম**-৬, ৩০ দিনে ৩/৪ বার।

• গলকোষ প্রদাহ •

লক্ষণ ঃ মুখ থেকে অনবরত লালা পড়া, মুখে জিভে ঘা, জ্বরের মাত্রা ৪/৫ ডিগ্রি, মুখমন্ডল লাল হয়ে যাওয়া এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা ঃ মুখ থেকে সবসময় লালা পড়লে **মার্কসল** ১০০০, ১০,০০০ ব্যবহার করুন। মুখ লাল হয়ে গেলে **বেলেডোনা**-৩০, ২০০ প্রয়োগ করুন।

এছাড়া এ রোগের জন্য **মার্ক প্রটো আয়োড, মার্ককর, কেলিমিউর, ফাইটোলফকা, ক্যালকেরিয়া ফস** উল্লেখযোগ্য ওষুধ।

হৃদযন্ত্রের অসুখ

• থ্রম্বোসিস •

লক্ষণ ঃ বুকের ভেতর মনে হয় কেউ পাথর চাপিয়ে রেখেছে, প্রবল শ্বাসকষ্ট হয়, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাথা ঘুরে রুগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ যদি বুক ধড়ফড় করে, পিঠের ব্যাথা ছড়িয়ে হাতের বাহুতে এসে পড়ে তাহলে **ক্যালকেরিয়া আর্স**-৩ বিচুর্ন শক্তি ভালো কাজ করে। এছাড়া **এসিড অকজালিক, এন্ডোনিস ভার্নালিস, বোথ্রপস ল্যাংকিওল্যাটাস, ল্যাকেসিস** উল্লেখ্য মেডিসিন।

• হৃদবেদনা •

লক্ষণ ঃ হালকা যন্ত্রণা থেকে এমন যন্ত্রণা হয় রুগী দিশেহারা হয়ে বুক ধরে শুয়ে পড়ে কাতরাতে থাকে।

চিকিৎসা ঃ রুগী যদি মনে করে হৃদ ক্রিয়া যেন ২/৩ সেকেণ্ড বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে **অরাম মেটালিকাম**-৩ ফলপ্রদ।

এছাড়া এ রোগে **একোনাইট ন্যাপ, অর্সেনিস অবযোডেটাম, আর্সেনিক এল্বাম, এমিল নাইট্রোসাম** উল্লেখ্য মেডিসিন।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

• হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি •

লক্ষণ ঃ বুক ধড়ফড় করে, শ্বাস কষ্ট হয়, হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া স্বাভাবিকের থেকে বেশী হয়, গলা খুস খুস করে। মাথা ধরে, মাথা ঘোরে।

চিকিৎসা ঃ যদি হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত হয় অর্থাৎ হৃদস্পন্দন বেড়ে ওঠে তাহলে **একোনাইট** -৩০, এছাড়া এ রোগে **আর্সেনিক এল্বাম, ক্যাকটাস গ্রান্ডি ফ্লোরাস, ডিজিটেলিস, স্পাইজেলিয়া** উল্লেখযোগ্য মেডিসিন।

শিরার রোগ

• শিরাফোলা •

লক্ষণ ঃ রুগীর হাত ও পায়ের শিরাগুলো ফুলে ওঠে। পায়ের শিরাগুলো ফুলে সাপের মত দেখায়।

চিকিৎসা ঃ যদি শিরা ফুলে ওঠে তাহলে **হ্যামামেলিস** ভালো ফল দেয়। এছাড়া **পালসেটিলা, ল্যাকেসিস, ফ্লরিক এসিড, বেলেডোনা** এ রোগের প্রধান প্রধান মেডিসিন।

• শিরা প্রদাহ •

লক্ষণ ঃ শিরায় ব্যথা, হাত পা ফ্যাকাসে বা সাদা হয়ে যাওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা ঃ শিরা প্রদাহের ফলে পা ফ্যাকাসে বা সাদা হয়ে গেলে **পালসেটিলা**- ৮/১০ ফোঁটা জলের সঙ্গে ২ ঘণ্টা অন্তর খাবেন। এছাড়া **এসিড ফ্লোর, আর্সেনিক, হ্যামামেলিস, আর্নিকা** উল্লেখযোগ্য ওষুধ।

ধমনীর রোগ

• ধমনী প্রদাহ •

চিকিৎসা ঃ যদি হৃদকম্পন, বেদনা, ঘুমের মধ্যে শ্বাসরোধ হয় তবে **আর্সেনিক** ৬, ৩০ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যদি পেশিতে বেদনা, হাত পায়ে কামড়ানি ব্যথা, বুকের নীচে ডেলার মত একটা কিছু রয়েছে এমন অনুভূতি অনুভূত হয় তবে **ইচিনেশিয়া** - ৬-৩০ দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

যদি ঘুম ঘুম ভাব থাকে কিন্তু ঘুম আসে না। জেগে উঠলেই মাথার ভিতর বেদনা হয়, ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে ওঠে তাহলে **ল্যাকেসিস** - ৬-৩০ দিলে রোগ নিরাময় হবে।

যদি বাতের দোষ থাকে বা পুরাতন সর্দির জন্য ধমনী কঠিন হয়ে এই রোগ হয় তবে সেই রোগীকে **নেট্রাম আয়োড চূর্ণ** ৩/৪ মাত্রায় দিনে ৩ বার দিলে ভালো ফল পাবেন।

যদি অতিরিক্ত রক্ত চাপ জনিত কারণে মাথায় বেদনা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, পেশিতে খিল ধরে তবে **সিকেলিকর**, ৬০-৩০ প্রয়োগে রোগী নিরাময় হবে।

• ধমনীর প্রাচীরে মেদ প্রকর্ষ •

লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা ঃ যদি মানসিক অবসাদ, আত্মহত্যার ইচ্ছা, সামান্য কারণে উত্তেজিত প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় তবে সেই রোগীকে **অরামেট** ৬-৩০ দেবেন। এতে এসব রোগ নিরাময় হবে।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

যদি রক্তহীনতা, শীতলতা, অসাড়তা, দুর্বলতা, উৎকণ্ঠ এবং ক্ষুধা ও পিপাসার ভাব প্রবল হয়, মুত্রাশয় থেকে কালো রক্তস্রাব, বৃদ্ধদের অসাড়ে প্রস্রাব হয়, হাত পায়ের আঙুল ঝিনঝিন করে তবে তাকে সিকলিকর ৩০ দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

যদি ঘুম থেকে উঠলেই মাথার যন্ত্রণা বোধ, বুক ধড়ফড়, ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা, শুয়ে থাকলে শ্বাসরোধ ভাব অনুভূত হয় তবে তাকে **ল্যাকোসিস ৩০, ২০০** মাত্রায় দিলে এই উপসর্গগুলি দূর হবে।

যদি মানসিক অবসাদ, কেউ মেরে ফেলবে এমন ভাব, মাথার প্রচণ্ড বেদনা, বার বার প্রস্রাবের বেগ প্রস্রাবে জ্বালা, অনুরূপ লক্ষণ দেখা দেয় তবে তাকে **প্লম্বাব মেটালিকাম ৬-৩০** দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

যাদের স্নায়বিক দুর্বলতা, শীর্ণ দেহ অথচ কাম প্রবণতা বেশি থাকে, ঘুম ভাঙার পর মাথা ঘোরে, চোখের কোলে কালো দাগ পড়ে তাদের ক্ষেত্রে **ফসফরাস - (৩০)** ঔষধের ১ মাত্রা সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

• ধমনীর অর্বুদ •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ যদি মানসিক এবং শারীরিক অস্থিরতা, ভয়, উৎকণ্ঠা, অল্প মুত্র, মূত্র রোধ, যন্ত্রণা বোধ, হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, হাতের আঙুল ঝিঁ ঝিঁ ধরা, পা অবশ হয়ে আসছে এমন ভাব দেখা দেয় তবে সেই রোগীকে **একনাইট ন্যাপ- ১x - ৩** দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। দিনে ১ মাত্রা ৩ বার।

যদি রক্তবাহী শিরা ও ধমনীর সংকোচণে রক্ত পরিচালন ব্যহত হয় তাহলে **এড্রিনেলিন-** (২x-৬x) প্রয়োগে ভাল ফল পাবেন।

যদি আঘাত, পতন এবং নিষ্পেষণ থেকে ধমনীর রোগ দেখা দেয় তবে **আর্নিকা - ৬, ৩০, ২০০** শক্তি সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে। যদি দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব স্ফীতি এবং জ্বালা যুক্ত হয়ে, রোগীর চর্ম শুষ্ক হয় এবং চুলকানি থাকে তাদের **আর্সেনিক আয়োডেটাম** ২x-৩x চূর্ণ দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

থলথলে বিশিষ্ট শিশু যাদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ ঘটে না, দেহের পুষ্টি হয় না। অতি সহজেই সর্দি লাগে, বুক ধড়ফড় করে তাদের **ব্যারাইটা কার্ব ৩০** দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। মাথার পেছনে ও ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা হয় তারা **ক্র্যাটিগাস-** ওষুধটি ব্যবহার করলে ভালো ফল পাবে। লিভারের যে কোন অসুবিধায় বা মূত্রযন্ত্র বা পরিপাক ক্রিয়ার যে কোন গোলোযোগে **লাইকোপোডিয়াম ৬ -৩০** শক্তি অত্যন্ত উপকারী। যাদের শরীরে সব সময় জ্বালা কর বেদনা অনুভূত হয়, মাথা ঘোরে, পায়ের তলায় জ্বালা করে। ঘুমের মধ্যে বার বার জেগে ওঠে, তাদের **ফসফরাস - (৬), ৩০** শক্তি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যাবে। যাদের হৃদপিণ্ডে জ্বালাকর বেদনা, ঘাড়ে এবং কাঁধে কামড়ানো ব্যথা, সন্ধি পেশিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় তাদের **ভিরেট্রাম ভিরেডি - ১x** পাঁচ ফোঁটা করে দিনে তিনবার খাওয়ালে রোগ নিরাময় হবে। যদি রক্তবাহী নাড়িতে টিউমার হওয়ার কারণে হৃদপিণ্ড এবং রক্তকোষ আক্রান্ত হয় তবে সেই রোগীকে **ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা - ৩x** চূর্ণ ২ মাত্রায় দেবেন। যদি রক্তে শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি পায় নাড়ির গতি বেড়ে যায় এবং যে কোন হৃদপিণ্ডের রোগে **বেরিয়াম ক্লোরাইড ৩x** চূর্ণ দিতে হবে।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

• ফুসফুস ও ধমনীর সঙ্কোচোন •

লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা ঃ মাথায় ঠাণ্ডা ভাব, মাথা ঘোরা, মূর্ছাভাব, ডান দিকে হৃদপিণ্ডের প্রসারণ, মেরুদণ্ডের দুর্বলতা প্রভৃতি উপসর্গে **ফসফরাস - ৩০** দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। যদি বুকে চাপ বোধ, হৃদপিণ্ডে মেদ সঞ্চয়, রক্তে হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয় তবে **ভানাডিয়াম- ৩০** দেবেন। যদি শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা, সিফিলিস, রক্তাধিকয় হৃদপিণ্ডের কাজ অনিয়মিত হয় তবে **অরামেট - ৬-৩০** দিলে রোগ নিরাময় হবে। মাথা ব্যথা, বুক ধড়ফড়ানি, ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা, নীল পান্ডুরোগ প্রভৃতিতে **অরামেট-৬-৩০** সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে। যদি মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতা, সব সময় মৃত্যু ভয়, মাথা ভারি, মাথা দপদপ, বুক ধড়ফড় করে, হাত গরম অথচ পা ঠাণ্ডা থাকে তাকে **একোনাইট ন্যাপ** ৩x - ৬x দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। যদি আঘাত জনিত কারণে রক্তবাহী শিরাসমূহের ক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি হয়। কানের নানারূপ শব্দ শোনা যায়। চামড়ার উপর কালো ও নীল বর্ণের দাগ পড়ে তবে সেই রোগীকে **আর্নিকা-৬-৩০** শক্তি দেবেন।

• উচ্চ রক্তচাপ •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ যদি মুখের বাইরের অংশ লাল হয়ে যায়, রুগী যদি সামান্য শব্দে চমকে ওঠে, শুয়ে থাকতে না পারে, যদি ক্যারোটি ধমনীর দপদপানি হয় তাহলে **বেলেডোনা-২০০** শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যদি সামান্য কারণে মাথা গরম হয় তাহলে **ক্লোনইন-৬-৩০-২০০** অব্যর্থ ফল দেয়। যদি কোন ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রম না কোরে অত্যাধিক মানসিক পরিশ্রম করে, খামোখা রাত জেগে, প্রয়েজনের বেশী আহার করে এই রোগ বাধায় তাহলে **নাক্সভমিকা-২০০** শক্তি প্রয়োগ করবেন।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য মেডিসিন হোল **অরামমেট, ল্যাকেসিস, ব্যারাইটা মিউর, আর্নিকা, একোনাইট ন্যাপ- ৩০, ২০০** দিলে ভালো হয়।

• নিম্ন রক্তচাপ •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ যদি খুব মাথা ঘোরে, আলোয় আতঙ্ক হয়, যদি চোখের চারদিকে এবং চোখের গোলকে টাটানি হয় তাহলে **অরামমেটালিক-৩-৬** শক্তি দেবেন। যদি স্নায়ুতে অসারতা থাকে অর্থাৎ চিমটি দিলে স্নায়ু উত্তর না দেয় তাহলে **ওপিয়াম-৬** শক্তি প্রয়োগ করবেন। এছাড়া এ রোগের উপশমের জন্য **ফসফরিক এসিড, একোনাইট, চায়না** উল্লেখযোগ্য।

• সন্ন্যাস রোগ •

রোগের কারণ - কোন কারণে মস্তিষ্কের মাঝের ধমনী ছিড়ে গিয়ে রক্তস্রাব হওয়ার কারণেই এই রোগটি হয়ে থাকে। অধিক চব্য-চোষ্য, ভোজন, মদ্যপান, রক্তের অধিক চাপ বা, রক্তশূন্যতা, মাথায় অতিরিক্ত চাপ নেওয়া প্রভৃতি কারণেই এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ - মাথা ঘোরে, মাথায় যন্ত্রণা হয়, কাশি হয়, বার বার প্রস্রাব হয়, মুখটা থলে ফোলা দেখায়, চোখের তারকা বিস্তারিত হয়। হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসে, গলাধঃকরণ হ্রাস পায়, মাথা ও চোখ একপাশে বেঁকে যায়। গায়ের তাপ কমে যায়।

রোগের চিকিৎসা - নাক্সভমিকা - (৩০), আর্নিকা - (৩), বেলেডোনা - (৩০), ল্যাকোসিস

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

- (২০০), **ব্যারাইটো কার্ব** - (২০০), **গ্লোয়েন** - (২০০), **ওপিয়াম** (২০০) এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

কোন লক্ষণে কোন ওষুধটি দেবেন

নাক্সভমিকা - (৩০) এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে এমন আশঙ্কায় এই ঔষধটি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

আর্নিকা - (৩) পড়ে গিয়ে আঘাতজনিত কারণে যদি এই রোগ হয় তবে তাকে **আর্নিকা** (৩) দেবেন।

বেলেডোনা - (৩০) - রোগের পূর্বে যদি চোখ মুখ লাল হয়, মাথায় খুব যন্ত্রণা অনুভূত হয় তবে ঐ রোগীকে **বেলেডোনা** - (৩০) দেবেন।

ল্যাকেসিস - (২০০) - যদি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বামপাশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তবে ঐ রোগীকে **ল্যাকেসিস** - (২০০) দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ব্যারাইটো কার্ব - (২০০) বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে সন্ন্যাস রোগের সবচেয়ে উপকারী ঔষধ হল **ব্যারাইটোকার্ব** - (২০০)। ডান দিকে পক্ষাঘাত হলে এই ঔষধে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গ্লোয়েন - (২০০) যদি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য প্রকাশ পায়, চোখ মুখ লাল হয়ে মুখমণ্ডল থমথমে ভাব ধারণ করে, তবে ঐ রোগীকে অবশ্যই **গ্লোয়েন** - (২০০) দেবেন। এটি এক অব্যর্থ ঔষধ।

ওপিয়াম - (২০০) এই রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগী যদি জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে, চোখ অর্দ্ধেক খোলা থাকে এবং নাক ডাকতে থাকে তবে বিন্দুমাত্র দেরি না করে ঐ রোগীকে ওপিয়াম - (২০০) ১ ফোঁটা দেবেন।

• হৃদপিণ্ডের বাত •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ রুগী শুলে যদি মনে করে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, যদি মনে করে গলনালীর চারদিকে কিছু একটা জড়ান আছে তাহলে **ল্যাকেসিস-২০০**। যদি রুগী চুপ করে থাকলে বুক ধড়ফড় করে, বা হাত অবশ হয়ে আসে তাহলে **রাসটাক্স-৬-৩০** শক্তি প্রয়োগ করবেন। এছাড়া **গ্রিন্ডেলিয়া, সিমিউগা, ক্রাটিগাস, বেলেডোনা** ওষুধ গুলি উল্লেখযোগ্য। লেখাবাহুল্য শক্তি নির্ভর করবে রোগীর অবস্থা ও লক্ষণ অনুযায়ী। শক্তি ৬-৩০-২০০ হবে। তাছাড়া রোগীর উপযুক্ত পথ্য ও সেবাযত্নের প্রয়োজন। রুগীর যাতে বেশী ঠাণ্ডা না লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

• হৃদকম্পন •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ রুগী যদি মনে করে হৃদপিন্ডটা কেউ চেপে ধরে আছে বা নাড়াচ্ছে, যদি রোগীর মৃত্যুভয় হয় তাহলে **ক্যাকটাস** ১X-৩X দিনে ৩বার দিলে কাজ ভালো হয়। রুগী যদি হৃদপিণ্ডের ব্যথায় অবনত হয়ে চলে; সোজা হয়ে চলতে না পারে, তবে **ক্যানাবিস ইন্ডিকা-৩০** শক্তি প্রয়োগ করবেন। এছাড়া **অরামমেট, একোনাইট ন্যাপ, ডিজিটেলিস, আইরিস** উল্লেখযোগ্য ওষুধ। শক্তি কত প্রয়োগ করবেন সেটা নির্ভর করবে রুগীর অবস্থা ও লক্ষণ অনুযায়ী। ওষুধের সাতে সেবাযত্নের প্রয়োজন। রুগীকে উন্মুক্ত বাতাসে হালকা ব্যায়াম ও ভ্রমণ করতে হবে। মদ, গাজা [illegible] ফল দেবে না।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

• ফুসফুসের পীড়াজনিত হৃদরোগ •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ যদি রুগীর কাশি থাকে এবং কাশতে গিয়ে সমস্ত দেহ পতে থাকে, বুক ধড়ফড় করে তাহলে **ফসফরাস -৬-৩০-২০০** প্রয়োগ করবেন। যদি বুকে সম্ভব ভার বোধ হয়, হৃদপেশীর প্রদাহ হয় তাহলে **ক্যাকটাস -৩X** প্রয়োগ করবেন। এছাড়া পিকাক, এন্টিমটার্ট, একালাইপো ইন্ডিকা, ফসফরাস ইত্যাদি মেডিসিন উল্লেখযোগ্য। শক্তি র্ভর করবে রুগীর অবস্থা ও লক্ষণ অনুযায়ী।

• হৃদপেশীর রোগ •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ যদি রোগী হেলান দিয়ে থাকলে নাড়ীর গতি ধীর কিন্তু উঠে সলে অসম এবং জোড়া জোড়া স্পন্দন, হৃদ দমনীতে কড় কড় শব্দ হয় তবে **ডিজিটেলিস-** -৩০ শক্তি প্রয়োগ করবেন। যদি রুগীর বুক ধড়ফড় করে, যদি মনে হয় সমস্ত রক্ত মাথা তে নেমে আসছে তাহলে **অরাম মেটালিকাম-৬** শক্তি প্রয়োগ করবেন। এছাড়া **এসিড ক্সলিক, এসাফিটিডা, কক্কাস, ক্যাকটাস গ্রান্ডিফ্লোরাস** উল্লেখযোগ্য ওষুধ। শক্তি নির্ভর করবে রোগীর অবস্থা ও লক্ষণ অনুযায়ী। শক্তি ৬-৩০-২০০ হবে। এর সাথে রোগীর পথ্য ও সবা যত্নের প্রয়োজন রয়েছে। রোগীকে বেশী ঝাল, তেল, মশলাযুক্ত খাবার দেওয়া নিষিদ্ধ।

পেটের রোগ

• অম্লরোগ •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ যদি রোগী কিছু খেলেই পেট মোচড়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে মি করে বমি যদি টক ও তেতো হয় তাহলে **নাক্সভমিকা-২০০** চর পাঁচ ফোঁটা সামান্য লের সঙ্গে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করাবেন। রুগীর যদি খাবার পরে ঢেকুর, বুক জ্বালা, পেট ফোলা প্রকাশ পায় এবং পুরে যতক্ষণ না আবার খাবে ততক্ষণ যদি বন্ধ না হয় তাহলে **পালসেটিলা-৩০** সামান্য জলের সঙ্গে ১০ ফোঁটা মিশিয়ে এক চামচ করে এক ঘণ্টা অন্তর ব্য। এছাড়া **এনাকার্ডিয়াম, এসিড় সালফ; ফেরাম সালফ; এসিড ল্যাকটিক** উল্লেখযোগ্য ষুধ। শক্তি ৬-৩০-২০০ নির্ভর করবে রোগীর অবস্থা ও লক্ষণ অনুযায়ী।

• পিত্তের রোগ •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ যদি রোগীর পেট কামড়ায়, কোমড়ে ব্যাথা করে, দিনের া রাতে বেশী পায়খানা করে তবে **পালসেটিলা-৬** সামান্য জলে ৮/১০ ফোঁটা মিশিয়ে দু া অন্তর সেবন করতে দিলে ভালো কাজ হয়। শিশুদের ২/৩ ফোঁটার বেশী দেবেন না। রোগীর সবুজ এবং হলুদ রঙের পায়খানা হয় তবে **পড়োফাইলাম-** দশ ফোঁটা জলে য়ে এক চামচ করে এক ঘণ্টা অন্তর সেব্য। শিশুদের জন্য ২/৩ ফোঁটা মিশিয়ে আধ চামচ খাওয়াবেন। এছাড়া **নাক্সভমিকা, মার্কসল, ব্রায়োনিয়া** উল্লেখযোগ্য ওষুধ। শক্তি ৬-৩০- সব সময় সামান্য জলে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

• পিত্তপাথুরি •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ রুগীর পায়খানা যদি ছাইয়ের মত বা কাদার মত যদি প যেখানে লাগে [illegible] ৫/৩ ফোঁটা দেবেন।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

যদি রুগীর লিভারে প্রচণ্ড ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে **চিয়োন্যানথাস-** এক আউন্স জলে ১০/১৫ ফোঁটা ওষুধ মিশিয়ে এক চামচ করে এক ঘণ্টা অন্তর সেব্য। শিশুদের জন্য ৪/৫ ফোঁটা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মেডিসিন **ক্যালকেরিয়া কার্ব, চিয়োন্যানথাস, ডায়াসকোরিয়া, কার্ডুয়াস মেরিয়েনাস**। এর সাথে শক্তি ৬-৩০-২০০ নির্ভর রোগীর অবস্থা ও লক্ষণের উপর।

• পিত্তবমি •

রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ঃ রুগীর যদি পেট থেকে মুখ পর্যন্ত আগুনে পোড়ার মত জ্বালা এবং মাথা ঘোরে **আরিশ ভাসিকলার-৩০** শক্তি ৪ ঘণ্টা পর পর সেবন করবেন। রুগী যদি ভুক্ত দ্রব্য বমন করে, লালা স্রাব হয় তাহলে **ইপিকাক-৩০** দিনে তিনবার। এছাড়া **পেট্রোলিয়াম, আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া** উল্লেখযোগ্য। পথ্য ও সেবা যত্ন অবশ্য পালনীয়।

• বুক জ্বালা •

লক্ষণভেদে রোগের চিকিৎসা ঃ যদি আহারের পরেই বুক জ্বালা করে, বমি হয়, মুখের ভিতর তেতো ও অম্ল জল ওঠে, তাহলে সেই রোগীকে **নাক্স ভমিকা-৩০**, ১ ফোঁটা করে দিনে তিনবার খাওয়ালে রোগ নিরাময় হবে। যদি খাবার পর ঢেকুর ওঠে, মুখে তেতো তেতো ভাব থাকে তবে তাকে **পালসেটিলা-৬**, ১ ফোঁটা করে ৩বার দেবেন। যদি আহারের পরে বুক জ্বালা, ঢেকুর, বমি, বমি ভাব, তিতো ও দুর্গন্ধযুক্ত জল বের হয় তবে তাকে **ফসফরাস** ৩ ফোঁটা আধ শিশি জলে মিশিয়ে ১২ ঘণ্টা অন্তরর খাওয়াবেন। পাকস্থলিতে খিল ধরা, বুক জ্বালা, টক ঢেকুর প্রভৃতি উপসর্গে **ক্যালবেরি কার্ব-৩০** দিনে দুবার দেবেন।

• অজীর্ণ •

লক্ষণভেদে রোগের চিকিৎসা ঃ বুক জ্বালা, টক ঢেকুর বার বার বমি, মুখে অম্ল ও পিত্ত স্বাদ এসব লক্ষণে **নাক্সভমিকা - ৩০**, ৩ ঘণ্টা অন্তর দেবেন। যদি রোগীর সব সময় মনে হয় পেট ভরা আছে, খেতে ইছে করছে না, মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা হচ্ছে তবে তাকে **চায়না-৩০**, ৩ ঘণ্টা অন্তর ১ ফোঁটা করে দেবেন। যদি জিহ্বার ময়লা জমে থাকে অনেকদিনের খাদ্য দ্রব্য বমির সঙ্গে বের হয়, মুখ থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হয় তবে সেই রোগীকে **পালসেটিলা-৩০**, ৩/৪ ফোঁটা ৩ ঘণ্টা অন্তর দেবেন।

• জন্ডিজ •

যদি চোখের সাদা অংশ হলুদ, জিহ্বা হলুদ, প্রস্রাবের রং ঘোলাটে, কোষ্ঠকাঠিন্য, ছাগলের নাদের মত গুটলি গুটলি মল, কোষ্ঠকাঠিন্য, ও উদারাময় হয় তবে **চেলিডোনিয়াম-৩০** ভালো ফল পাওয়া যাবে।

যদি পিত্ত বমি হয়, পেটে যন্ত্রণা করে, আমযুক্ত জলের মত পাতলা পায়খানা হয় তবে ঐ রোগীকে **পডোফাইল্যাম-৩০**, জলের সঙ্গে ৩/৪ ফোঁটা খেতে দেবেন। যদি রোগীর মল আলকাতরার মত কালো, জিহ্বায়-হলুদ রংয়ের ময়লাযুক্ত প্রলেপ পড়ে, লিভারে বেদনা অনুভূত হয় তবে সেই রোগীকে **ল্যাপাড্রা- ১** কাপ জলে ১০/১৫ ফোঁটা দিয়ে ১ চামচ করে খাওয়াবেন। সমস্ত শরীর, চোখ, নখ, এবং প্রস্রাবের বর্ণ যদি হলুদ হয়। শরীর ফুলে যায়। লিভারে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হয় তবে তাকে দিতে হবে **কোটেলাস-৩০**। জলের সাথে এই ঔষধ ১ ফোঁটা মিশিয়ে ১ চামচ করে ৩ বার। খেতে হবে। এছাড়া লিভারের পীড়া সহ

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

যে কোন জন্ডিসের লক্ষণে-**ডাল্কস-৬, ফসফরাস-৬, মার্কসসল-৩০, ন্যাট্রামসলফ-১** দিলে ভালো উপকার পাওয়া যাবে।

• ক্ষুধাহীনতা •

লক্ষণভেদে রোগের চিকিৎসা ঃ দীর্ঘদিন ধরে উদারময় রোগ হয়ে খাওয়ায় অরুচি হলে তাকে দিতে হবে **চায়না-(৩০)**। মেয়েদের ঋতুজনিত রোগ, রক্তলোপ, মাছ, মাংস, দুধ, রুটি প্রভৃতিতে অরুচি দেখা দিলে তাকে **পালসেটিলা-(৩০)** দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে। যদি মুখে টক স্বাদ, মাথাধরা, খাদ্যে অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ হয় তবে সেই রোগীকে দিতে হবে **ক্যালকেরিয়া কার্ব-(৩০)**, ক্ষুধাহীনতায় অন্যান্য যে সব ঔষধে রোগ নিরাময় হয় তাহলো **হিপার সালফার-(৩০), জেনসিয়ানা, লুটিয়ানা-(১) , হাইড্রাসটিস-(০), সিপিয়া-(৬), লাকোপোডিয়াম-(৬), কার্বোভেজ** ৩ বিশেষ ফলদায়ক।

• বমি বমি ভাব •

লক্ষণভেদে রোগের চিকিৎসা ঃ বমি বমি ভাবে যদি অতি কষ্টে বমি হয় এবং হতেই থাকে তবে তা নিরাময়ে ঐ রোগীকে দিতে হবে-**এন্টিমটার্ট-(৬)**, ২/৩ ফোঁটা ১ ঘণ্টা অন্তর দিনে ৩ বার। গা বমি বমি, বমি হওয়ার পরেও বমি ভাব এরূপ লক্ষণে সেই রোগীকে **ইপিকাক-(৬)**, ২/৩ ফোঁটা দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত ভোজনের পর হিক্কা, অম্ল বমি, বমি হওয়ার পরে পেট মোচড়ানো ইত্যাদি উপসর্গে **নাক্স ভমিকা-(৩০)** বিশেষ উপকারী। যদি খাওয়ার পরেই বমি হয়, বমি হয়ে সব উঠে যাবার পরেও বুক জ্বালা করে তবে তাকে **আর্সেনিক-(৩০)** দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ঘিয়ের রান্না খেলেই বমি হলে তাকে **পালসেটিলা-(৩০)** দিলে বমি বন্ধ হবে।

• রাক্ষুসে ক্ষুধা •

লক্ষণভেদে রোগের চিকিৎসা ঃ যদি কখনো কখনো খুব ক্ষিদে পায়, কিছুতেই খিদের নিবৃত্তি হয় না। আবার কখনো খেতে ইচ্ছে করে না তাদের **ফেরাম টেটাবলিকাম-(৬)**, ২/৩ ফোঁটা জলে মিশিয়ে দিনে ৪ বার খেলে এই রোগ সারে। বেশি খিদে পাওয়া এবং একেবারে খেতে ইচ্ছে না হওয়ায় আর যে সব ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায় সেগুলি হোল **লাইকোপোডিয়াম-(৬), নাট্রাম মিউর-(৩০)**। সব সময় খিদে, খাবার জন্য কেঁদে ওঠে। খেয়ে উঠেই আবার খেতে চায় অথচ শরীর দিন দিন শীর্ণ হয়ে পড়ে এরূপ অবস্থায় **আয়োডাম-(৩০)** ২ ফোঁটা সামান্য জলে দিয়ে দিনে ২ বার সেবনে এই রোগ দূর হয়।

• মুখে জল ওঠা •

লক্ষণভেদে রোগের চিকিৎসা ঃ টক টক ঢেকুর সহ মুখ থেকে জল বের হয়, পেট জ্বালা করে এরূপ লক্ষণে **কার্বেভেজ-(৩০)**, ৩/৪ ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে ৩/৪ বার খেলে রোগ নিরাময় হবে। যদি বুকে জ্বালা পোড়া ভাব, মুখ দিয়ে তেতো জল ওঠে, হিক্কা ওঠে তাহলে **নাক্সভমিকা** ও জলের ভিতর ২/৩ ফোঁটা ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনে রোগ নিরাময় হবে। এছাড়া এসব লক্ষণে **পালসেটিলা-(৬), ব্রায়োনিয়া-(৩), এবং সিপিয়া-(৬)** প্রভৃতি ঔষধেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

নারাঙ্গা — রাসটক্স- ৩০, স্ট্যাফাইলোকসিন ৩০ প্রয়োগে ভালো ফল পাবে।

দাদে — নেট্রাম সালফ ২০০ বা ব্রোমিলিনাম ১০০০, ১৫ দিন অন্তর ১ মাত্রা খেতে হবে। ৭দিনেই সুফল পাওয়া যাবে।

একজিমাতে — র‍্যানভেন ও লেডাম পল ৬ দিতে ৪বার ১ ফোঁটা ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

দুর্গন্ধিনর ঘামে — স্পাইনিসিয়া-৩০, এ্যাসিড্ নাইট ২০০, সোডিয়াম-২০০ ৩। ভালো ফল পাওয়া যাবে।

গায়ের জামা খুললেই গা চুলকানি — গায়ের জামা খুললেই যাদের গা চুলকানি হয় তারা যদি রিডমেক্স -৩০, নেট্রাম সালফ ১২x এর ৪টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খায় তবে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঠোটের কোনে সাদা ঘা হলে — কড়ুরঙ্গ θ, ৮-১০ ফোটা দিনে ৩ বার। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে এসিড নাইট্রিক ২০০ দিন।

• সর্দি - কাশি - জ্বর রোগে •

সর্দি, কাশি ও হাঁচি — এ্যাকানাইট ন্যাপ ৬ বা নেট্রাম মিউর ৬, ২-৩ ফোঁটা খেতে দিলে হাঁচি বন্ধ হবে। ব্রায়োনিয়া ৩০ তেও কাশি-সর্দিতে ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে ৩বার ৭দিন খেতে হবে।

হাঁপানি — হাঁপানিতে যদি শ্বাসকষ্ট হয় তবে এমিল নাইট্রেট θ ৮/১০ ফোঁটা রুমালে বা ন্যাকড়ায় ফেলে নাকের কাছে ধরে তার ঘ্রাণ নিলে শ্বাসকষ্ট দূর হবে। তাছাড়া কেলিসলফ ৬ X, কেলি ফস ৬ X, ম্যাগফস ৬ X, ফেরাম ফস ৬ X, ৪টি ট্যাবলেট গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১৫ মিনিট অন্তর খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ৭দিন খেয়ে বন্দ করে আবার খেতে হবে।

তরুণ/তরুণীদের তরল সর্দি — এডেনোস্যাট ২০ ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ালে সর্দি ভালো হয়। দিনে ৩বার ৩দিন।

ব্রংকোনিউমোনিয়া — এন্টিস আর্স- ৩ X বা ফেরাম ফস- ৩ X ১ ঘণ্টা অন্তর সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিন।

নেফ্রাইটিস — নেট্রাম ফস ৬ X, ১২ X এ ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে ৩বার ৭দিন খেতে হবে।

রক্তকাশ — ফেরাম ফস ৩X, কেলিমিউর- ৩X, ম্যাগফস ৩X তিনটি ট্যাবলেট পর্যায়ক্রমে খেলে ভালো ফল পাবে। দিনে ৩বার ৭দিন।

মাম্‌স — পেরোটিউডিনাম ২০০ বা মার্কসল ২০০ সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে ৩বার ১ ফোটা করে।

বৃদ্ধদের কাশিতে — বেশির ভাগ বৃদ্ধই রাতে ও দিনে খুক খুক করে কাশে। এটি বন্ধ করার শ্রেষ্ঠ ঔষধ হল জেরেনিন - ৬ X । বেশ কিছুদিন ২/৩ ফোটা করে দিনে ৩ বার এই ঔষধটি খেলে রোগ নিরাময় হয়। আর রাতে জল কম খেতে হবে।

বৃদ্ধদের টনিক — হার্ট দুর্বল বৃদ্ধদের অকজায়াকান্থা θ অর্জুন θ, এন্ড্রেনিস ভ্যার্নালিস θ এবং ক্রটিগাস θ এই চারটি ওষুধের প্রত্যেকটির ৫/৬ ফোটা মিশিয়ে ৩দিন

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

অন্তর বেশ কিছুদিন খেলে হার্টের দুর্বলতা কমে। যদি হার্ট রেট বেড়ে যায় বা বুক ধড় ফড় করতে থাকে তবে সেই রোগীকে তৎক্ষণাৎ ক্যাকটাস গ্রান্ডি θ বা আইবোরিস θ ১০/১২ ফোটা দিনে ৩ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। সিগারেট/বিড়ি খেয়ে যাদের হার্টের ট্রাবল দেখা দেয় তাদের স্ট্রাফেনথাস θ ৫/৬ ফোটা দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্লেগ — ট্যারেন টিউনা কিউব ৩০ সেবনে রোগ নিরাময় হবে। ৩বার ১ ফোঁটা করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গু — যদি বুক, পিট, মাথা, হাত, পা এবং শরীরের প্রতিটি গাঁটে অসহ্য ব্যথা হলে সেই রোগীকে দিন ইউপেটোরিয়াম পার্ফো - ৩০, ২ ঘন্টা অন্তর ৮ বার ২-৩ ফোঁটা করে। নাক দিয়ে যদি কাঁচা জল পড়ে এবং কখনো শীত কখনো গরম বোধ হয় তবে দিতে হবে আর্সেনিক আয়োড-৬ দিনে ২-৩ ফোটা করে ৬ বার। প্রচণ্ড জ্বরের প্রকোপে রোগী যদি প্রচন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে তবে দিতে হবে জিলসিমিয়ম-৩০ দিনে ২ফোঁটা করে ৩ বার ৭দিন। যদি খুব জল পিপাসা থাকে তবে রোগী দিতে হবে - ব্রায়োনিয়া-৩০। এছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গুর আর কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় ঔষুধ হল -ইনফ্লুয়েঞ্জাম -২০০, রাসটক্স -৩০, ডালকামারা -৬X , আর্সেনিক এল্ব-৬।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গুর দুর্বলতার দূর করতে — ব্রোটেনাম-৩০ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। কেলিফস ৬X এবং নেট্রাম স্যালিসাইনিকম-৬ দিনে ৪বার ৬দিন ২ ফোঁটা করে খেতে হবে।

নিউমোনিয়া — নিউমোনিয়া যদি শিশুদের হয় তবে তাদের দিতে হবে ওসিয়াম স্যাংক - θ, নিউমোককিন -২০০, জাস্টিসিয়া θ, ব্রয়োনিয়া θ, স্পঞ্জিয়া θ একসাথে ৫ ফোঁটা করে মিশিয়ে দিনে ৪ বার দিতে হবে। আর বড়দের ক্ষেত্রে কেলিমিউর ৬, কেলিসালফ ৬X এবং ফেরাম ফস ৬X এর ২টি করে মোট ৬টি ট্যাবলেট দিনে ৪ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

হুপিংকাশি — রোগী যদি একনাগাড়ে কাশতে থাকে তখন তাকে দিতে হবে ড্রসেরা ৩০ দিনে ৩ বার ১০ ফোঁটা করে। রাতে কাশি বাড়লে দিন এমনব্রোম ৩X , ১০ ফোঁটা করে ৪ বার। কাশতে কাশতে যদি খিঁচুনি, ধরে তবে দিন কুপ্রামমেট ৩X, দিতে ১০ ফোঁটা করে ৪ বার। কাশতে কাশতে বমি হলে দিন মিফাইটিস ৬ - ৪ বার। এর সঙ্গে কেলিমিউর ৬X, কেলিসালফ ৬X, ও ম্যাগফস ৬X, ২ ফোঁটা করে গরম জলে দিয়ে ৪-৫ বার খাওয়ান। হুপিং কাশি খুব বাড়াবাড়ি হলে ওলিয়াম সেন্টেল θ, জাস্টিসিয়া θ ও ব্রামডি θ, ওষুধগুলির প্রতিটির ৫ ফোঁটা করে ১৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার খেলে হুপিং কাশিতে ভালো ফল পাওয়া যায়। হুপিং কাশির শুরুতেই যদি ক্যাসটানিয়াডেস- θ, প্রয়োগ করা যায়, তবে কাশি বাড়ে না।

হাঁপানি — পেটের গোলমালের সঙ্গে হাঁপানি থাকলে বিস্মথ -৬, ৪বার ৫ ফোটা করে খেলে ভাল হয়। শুয়ে থাকলে হাঁপানির টান বাড়ে রোগী বসে থাকতে বাধ্য হয় এমন অবস্থায় পুরুষদের গ্রেনভেলিয়া θ এবং স্ত্রীলোকদের এম্ব্রাগ্রিসিয়া ৬, ৫ ফোঁটা করে ৪ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। রোগা চেহারার রোগীদের দিন এসপিডাসপরেমা- θ ১০ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। বয়স্ক লোকদের দিতে হবে স্যাঙ্গুকাস θ ও সেনেগা θ এই দুটি ঔষধ ৫ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার দিন। অনেক সময় চুলকানি বসে গিয়ে হাঁপানি হয় এরূপ অবস্থায় বো-ভিস্টা -২০০, সালফার-২০০, এবং সোরইনাম - ২০০, ৫ ফোঁটা করে ৪ দিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। হাঁপানির টান কমাবার জন্য ক্যালিমিউর ৬ X, কেলিফস

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

৬x , **কেলিসালফ** ৬x, **নেট্রাম সালফ** ৬x , **কেলিসালফ** ৬x, **নেট্রাম সালফ** ৬x , **ফেরাম ফস** ৬x এবং **ম্যাগফস** ৬x এর টি করে ট্যাবলেট গরম জলের সঙ্গে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। হাঁপানির পক্ষে **এরোলিয়া রেসিমোসা** θ , **জস্টিসিয়া** θ , **জাব্বাসান্ট** θ , **ব্লান্টা ওরিও য়েন্টালিস** θ , **নোবেলিয়া** ঔষুধগুলিও হাঁপানি রোগের পক্ষে খুব উপযোগী।

• দাঁতের রোগ •

দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে — দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধে **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর** এর সঙ্গে **হেক্কালাভা** ৩x এর ১০ ফোটা মিশিয়ে রোজ দুবার করে বেশ কিছুদিন ব্যবহার করলে এনামেল ক্ষয় রোধ হবে।

দাঁত কড়মড় — অনেক শিশুই রাতে ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করে। এটা সাধারণত ক্রিমির জন্যই হয়ে থাকে। তাই প্রথমে **সিনা** - ৩০, ২ফোঁটা করে দিনে সকালে ও সন্ধ্যায় দিন। এতে কাজ না হলে **সোমরাজ** θ ২-৩ ফোঁটা করে ৪বার বা **গ্লানেটাম** ২-৩ ফোঁটা ৪ বার করে কিছুদিন খাওয়ালে এই রোগ সারে।

আক্কেল দাঁত ওঠা ও না ওঠার কষ্টে — **ক্যালকেরিয়া ফস** ১২x , **ম্যাগনেশিয়া ফস** ১২x এবং **সাইলেসিয়া** ৬x এর ৩টি করে ট্যাবলেট এবং তার সঙ্গে **চেরিয়েন্থাস** ৩x দিনে ৩-৪ বার দিনে ৪ বার ২/৩ ফোঁটা ব্যবহারে আক্কেল দাঁত ওঠার কষ্ট দূর হয়।

দাঁতে পাইওরিয়ায় — **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর** ১২x, **টার্মেনিয়া চিবুলা** হেকলালাভা ৩x ১ কাপ গরম জলে দিয়ে সেই জলে দিনে ৩ বার কুলকুচি করলে পাইওরিয়া সারে। এর সঙ্গে **মার্কসল** - ৩০ বা **ক্রিয়োজোট** - ৬ ব্যবহারেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

দাঁত টকে গেলে — খাবার সময় যদি দেখা যায় দাঁত টকে গেছে তবে তাকে **রোবিনিয়া** θ ১০-১৫ ফোঁটা খাবার পর দিলে দাঁত ঠিক হবে। দিনে ৩বার দিতে হবে।

• মুখের রোগ •

তোতলামি — **কস্টিকাম** ২০০, **কোলব্রোম** ৩০। ১ মাস ২ বার করে ২ফোঁটা।

মুখের ঘা — যে কোন মুখের ঘায়ে **কেলিমিউর** ১x তিন গ্রেন পরিমান দিনে ৪ বার গরম জলের সঙ্গে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ৭দিন খাওয়াতে হবে।

জিহ্বা বা মুখের ক্যানসারে — **কেলিসায়েনেটাম** ৩x, ১০ ফোঁটা দিনে ৩ বার।

• শিশুদের রোগ •

শিশুদের দুধ না ধরা — যে সব শিশু মায়ের স্তন মুখে চেপে ধরলেও টেনে দুধ খায় না তাদের **চায়না** ৬ বা **পালসেটিলা**-৬, ২/৩ ফোঁটা জলে গুলে ঝিনুকে করে দিনে ৩বার ৭দিন খাওয়াতে হবে।

শিশুদের জড়ুল — জন্মলগ্নে যদি শিশুর কোন স্থানে জড়ুল থাকে **থুজা** θ বা ৩০ প্রলেপ দিলে জড়ুল থাকে না তবে দিনে ১ফোটা করে ৩বার ৭দিন লাগাতে হবে।

শিশুদের নাড়ী না শুকানো — শিশুর নাড়ী শুকোতে সাধারণত ৪/৫ দিন লাগে। যদি তা না শুকোয় বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। যদি পুঁজ হয় বা রক্ত পড়ে তাহলে

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

সাইলিসিয়া ৬, ১ফোটা করে ৩ বার দিতে হবে। সেই সঙ্গে বাইরে প্রলেপ দিতে হবে **ক্যালেন্ডুলা অয়েল ক্যালকেরিয়া ফস**-৬x দিনে ১বার।

শিশুর নাভিদেশ যদি ফুলে ওঠে লাল হয় তবে ও লাল **বেলেডোনা** ৬, ১ফোটা করে ৩ বার দিতে হবে। নাড়ী কাটার পর বাঁধবার দোষে যদি রক্ত পড়ে তাহলে **হ্যামামেলিস** দিতে হবে। যদি ক্ষততে দুর্গন্ধ হয় তাহলে খাওয়াতে হবে **আর্সেনিক** ৬।

শিশুদের গোঁড় হওয়া — শিশুর নাভি শুকিয়ে যাওয়ার পরে সেই জায়গাটা উঁচু বা ঢিবির মতো হয়ে থাকে। একেই বলে গোঁড়। এই অবস্থায় ব্যান্ডেজ বা ন্যাকরা দিয়ে গোঁড়টাকে পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। সেই সঙ্গে ঔষধও খাওয়াতে হবে। এইরকম অবস্থায় ঔষধ **নাক্সভমিক** ৬। ৭দিন ১ফোটা করে ৩বার।

শিশুদের শ্বাসকষ্ট — অনেক সময় শিশুর হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এই রকম অবস্থায় **শ্যাম্বুকাম** ৩ x , **স্পঞ্জিয়া** ৩ বা **একোনাইট ন্যাপ**-৬, এর ৩দিন যে কোনো একটি ঔষধ ২/৩ বার ১ ফোটা করে আধঘণ্টা অন্তর দিতে হবে।

শিশুদের হিক্কা — সাধারণতঃ অজীর্ণতার জন্যে শিশুদের হিক্কা হয়। তবে অনেক সময় ঠান্ডা লেগেও হিক্কা হতে পারে। যে কোনো কারণেই হিক্কা হোক, শিশুকে খাওয়াতে হবে **নাক্স ভমিকা** ৩০ বা **জিনসেং** ৬ x। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৩দিন।

শিশুদের সর্দি-কাশি — ঠান্ডা লেগেই শিশুর সর্দি-কাশি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যেও ঠান্ডা লেগে জ্বর ও সর্দি-কাশিতে প্রথমে তরল অবস্থায় **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** ৩ x খাওয়াতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও শুকনো কাশিতে **ব্রায়ানিয়া** ৩ দিতে হয় ১ ফোটা করে ৩বার ৩দিন।

শিশুদের দুধ তোলা — সাধারণতঃ বেশী পরিমানে দুধ খাওয়ার জন্যই এরকমটা হয়ে থাকে। অজীর্ণতা দোষ, মায়ের খাবার গ্রহণের দোষ, শ্লেষ্মা প্রভৃতি কারনেও শিশুরা দুধ তোলে। অনেক সময় জমাট দইয়ের মতো দুধ তোলে। এরকম অবস্থায় বমিও হতে পারে। যদি অজীর্ণতার কারনে দুধ তোলে, তাহলে **নাক্স ভমিকা** ৬ দিতে হবে ১ফোটা করে ৩বার।

গলায় ঘড় ঘড় করলে **এ্যান্টিম টার্ট** বা **ব্রায়নিয়া** ৬ কাশতে কাশতে যদি বমি হয় তাহলে দিতে হবে **ইসিকাকুয়ানা** বা **বেলেডোনা** ৩ x। গা গরম, শুকনো ভাব, দম আটকানো কাশি, স্বরভাঙ্গা, অস্থির ভাব, তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণে **এ্যাকোমাইট ন্যাস** ৩ x পরে **স্পঞ্জিয়া** দিতে হবে। প্রতিটি ওষুধই ১ ফোটা করে দিনে বার ৩দিন খাওয়ান।

শিশুদের কৃমি — গুঁড়ো বা কুঁচো কৃমি হলে সেগুলি অনেক সময় মলদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে সময় খুব কুট কুট করে বলে শিশুরা অস্থিরতা প্রকাশ করে। কৃমি হয়েছে বুঝলেই **সিনা** ৩ x, এবং ২০০ x দিতে হবে। ১ ফোটা করে খালি পেটে সকালে ও রাত্রে দুবার ৭দিন।

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য — যকৃতের দোষ, অজীর্ণতা, প্রভৃতি কারনে শিশুর এ রোগ দেখা দেয়। পায়খানা খুব শুকনো, খুব শক্ত হয় মায়ের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে সাধারণতঃ শিশুর ও এরকম হয়ে থাকে। তাই মায়ের খাদ্য লঘু হওয়া দরকার। পায়খানা খুব শক্ত হলে **লাইকোপোডিয়াম** ৩০ **এ্যাস্টিম ক্রুড** ৬। **নাক্স ভমিকা** ৩০ প্রয়োগে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ **ব্রায়োনিয়া** ৩। প্রতিটি ওষুধই ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিন।

শিশুদের পেট ব্যথা — শিশুর পেট ব্যথা করলে অস্থির হয়, কাঁদে। কাউকে স্থির থাকতে দেয় না। ঠান্ডা লাগা, মায়ের খাওয়ার দোষ, শিশুর কৃমি, শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য বা

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

অর্জীণতার দোষেই পেট ব্যথা করে। অনেক সময় শিশুর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। পায়খানা হয় সবুজ রঙের পাতলা। সঠিক কারণ বুঝে পেট ব্যাথার ঔষধ দেওয়া উচিত। মায়ের খাওয়ার দোষে শিশুর পেট ব্যথা করলে **পালসেটিলা** ৩। পায়খানা না হওয়ার জন্যে পেট ব্যথা, মায়ের খাওয়ার দোষে বা শিশুর খাওয়ার দোষে পেট ব্যথা করলে **ক্যামোমিলা** ১২। বা **কালোসিন্থ, বেলেডোনা**। যদি কৃমির জন্যে পেট ব্যথা করে তাহলে দিতে হবে **সিনা** ৩ x অথবা ২০০ ১ ফোঁটা করে ২ বার সকাল ও সন্ধেয়ায় ৭দিন।

শিশুদের মৃগী রোগ — শিশুর মৃগী রোগ হলে তাকে খাওয়াতে হবে **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ৩০ বা **সিকুটা** ১ ফোঁটা করে ৩বার ৭দিন।

শিশুদের মাথার উকুন — শিশুদের মাথায় উকুন হলে প্রথমে চুলের গোড়া পরিষ্কার করতে হবে। তাতে উকুন না গেলে **নেট্রোম মিউর চূর্ণ** বা নিম তৈল করে মাথায় মাখতে হবে। তিন দিন ১ বার করে মেখে আধঘন্টা পর মাথা ধুইয়ে দিন।

শিশুদের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া — শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর অনেক সময় শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। যদি দেখা যায় ২৫/৩০ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রস্রাব হয়নি তাহলে **ওপিয়াম** ৬ বা **ক্যান্থারিস** বা **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** ৬ খাওয়াতে হবে। ১ ফোটা করে দিনে ৪ বার ৩দিন।

শিশুদের হুপিং কাশি — এটি শিশুদের অন্যতম একটি কষ্টদায়ক রোগ। কাশবার সময় 'হুপ' হুপ' করে একটা শব্দ হয়। কাশতে কাশতে অনেকের দম আটকে যাবার মতো অবস্থা হয়। কাশি সহজে থামতে চায় না। এ রোগ হলে শিশুকে **সেফাইটিস** ৩ x। দু ঘণ্টা অন্তর খেতে হবে ২ টো করে বড়ি।

শিশুদের দুর্গন্ধ-যুক্ত প্রস্রাব — শিশুদের মূত্রে নানা রকমের গন্ধ হয়। শিশু আঁশটে গন্ধ যুক্ত মূত্র ত্যাগ করলে **ইউর‍্যান নাইট্রিক** ৩ দিতে হয়। মিষ্ট গন্ধ যুক্ত মূত্র হলে **বেঞ্জয়িক এ্যাসিড** ৬ খাওয়াতে হবে। ঝাঁঝালো গন্ধ যুক্ত প্রস্রাব হলে **নাইট্রিক এ্যাসিড** ৩০ দিতে হবে। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিন খাওয়াতে হবে।

শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব — বেশীরভাগ শিশুই বিছানায় প্রস্রাব করে। প্রস্রাব করিয়ে শোয়ালেও বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে। রাতে ঘুমোবার কিছুক্ষণ পরেই বিছানায় প্রস্রাব করলে **কস্টিকম** ৬। ঘুমোবার সময় অসাড়ে প্রস্রাব করলে **বেলেডোনা** ৬ স্নায়বিক দুর্বলতার জন্যে প্রস্রাব করলে **ক্যালকেরিয়া ফস** ৬ দিতে হয়। দিনের বেলায় বিছানায় প্রস্রাব করলে **ফেরাম ফস** ৬ এবং কৃমির জন্যে বিছানায় প্রস্রাব করলে মিনাম থেকে ২০০ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

মাত্রা ঃ উপরোক্ত ৩, ৬ শক্তির ঔষধ চার ঘণ্টা অন্তর একমাত্রা করে ২/৩ দিন, ৩০ শক্তির ঔষধ ২ টো করে বড়ি ছয় ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ দিন খাওয়াতে হবে।

শিশুদের দাঁতে পোকা — আজকাল আকছার শিশুদের এই দাঁতে পোকা রোগটা হচ্ছে। রোগের কারণ হিসেবে বলা যায় দাঁত অপরিষ্কার রাখা, অজীর্ণতা প্রভৃতি। বেশী টক বা মিষ্টি খেলেও দাঁতে পোকা হয়। দাঁতে পোকা ধরলে দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হয়, অসহ্য যন্ত্রণা হয়, দাঁতের গোড়া ও গাল ফোলে। এসব লক্ষণ দেখা গেলে শিশুকে দিতে হবে **ক্রিয়োজোট ১২ বা সিলিকা** ৬, যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে দাঁতের গোড়ায় দিতে হবে **ক্রিয়োজোট** ৬ বা **পালটাগো**- দু'ফোঁটা দিলেই উপকার পাওয়া যাবে। মাত্রা ঃ চার ঘন্টা অন্তর ১ ফোটা করে

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

৩/৪ দিন খাওয়ালে ও দাঁতের গোঁড়ায় লাগালে রোগ ভালো হয়।

শিশুদের দাঁত কপাটি — অর্জীণতা, দুর্বলতা, রক্তস্রাব, ঠান্ডা লাগা বা রোদ লাগা, আঘাত লাগা প্রভৃতি কারনে শিশুদের দাঁত কপাটি লাগা রোগটি দেখা যায়। রোগটার মূলে কি অর্থাৎ কি কারনে দাঁত কপাটি রোগটা দেখা দিয়েছে তা জেনে **চায়না**- ৬, **ক্যামালিস**- ২ x , **নাক্সভৌমিকা** ৩, **আর্নিকা**- ৩, **হাইপেরিকাম** ২ x, বা **হাইপেরিকাম**-৩০ ১ফোটা করে দিনে ৩বার ৭দিনে সেবনে রোগ নিরাময় হবে।

শিশুদের ন্যাবা বা জন্ডিস — অনেক সময় নবজাত শিশুদেরও ন্যাবা বা জন্ডিস হয়। এ রোগ হলে শিশুর সারা শরীর হলদে হয়ে যায়। মূত্রের রং ও হলদে হয়। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। রোগটা বেড়ে গেলে ভয়ঙ্কর ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। দেহ ও চোখ হলদে হলে **ক্যামোমিলা** ৬ দিতে হয়। যদি এই ঔষধটি ব্যর্থ হয় তাহলে দিতে হবে **পডোফাইলাম** ৩। পায়খানা আটকে গেলে বা বন্ধ হলে **নাক্সভমিকা** ৩০। **চেলিডোনিয়াম** ৩ দিতে হবে ১ ফোটা করে দিনে ৪বার ৭দিন সেবনেই ফল পাওয়া যায়।

শিশুদের নাক বুঁজে যাওয়া — অনেক সময় শিশুর নাক সর্দিতে সেঁটে ধরে বা বুঁজে যায়। শিশুর তখন শ্বাসপ্রশ্বাসে বেশ কষ্ট হয়। শ্লেষ্মার জন্যে অনেক সময় বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয়। এরকম হলে সরষের তেল গরম করে নাকের ভেতরে ও বাইরে লাগালে একটু আরাম পাওয়া যায় তরল সর্দির কারনে নাক বুঁজে গেলে **ক্যামোমিলা** ১২; সর্দি শুকিয়ে গিয়ে নাক বুঁজে গেলে **ব্রায়োনিয়া** ৬। শ্লেষ্মায় বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ ও নাক বুঁজে যাওয়া লক্ষণে **এ্যান্টিম টার্ট** ৬ বা বেলেডোনা-৩০ দিতে হবে। দিনে ৪বার ৩ঘন্টা অন্তর ১ ফোঁটা করে ৭ দিন সেবনে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিশুদের পক্ষাঘাত — এটি খুবই মারাত্মক রোগ। শিশুর প্রথমে জ্বর হয় ও সেই সঙ্গে খিঁচুনি দেখা দেয়। ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত স্থান সরু হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থানের চেতনা লুপ্ত হয় ও ঐ অংশটি অবশ হয়ে পড়ে। এ রোগের প্রথম অবস্থায় **বেলেডোনা** ৩। পুরনো অবস্থায় **সালফার** ৩০, ১ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার ৩ ঘন্টা অন্তর ৭দিনে খাওয়াতে হবে।

শিশুদের একজিমা — 'একজিমা' পাঁচড়া জাতীয় চর্মরোগ। এ রোগ হলে শুকনো বা জলে যুক্ত ক্ষত হয়ে থাকে। এর ভেতরে কখনো জ্বালা করে, আবার কখনো কুট-কুট করে। জলযুক্ত ক্ষত হলে রস ও পুঁজ-রক্ত বের হয়। ক্ষতস্থানে বেশ ব্যথা হয়। এ রোগ হলে প্রথমে খাওয়াতে হয় **রাসটাক্স** ৩। যদি জ্বালা করে তাহলে দিতে হবে **সালফার** ৩০; ঘা থেকে রস পড়লে বা পুঁজ রক্ত পড়লে **গ্রাফাইটিস** ৩০ দিতে হয়। ক্ষত যদি শুকনো হয় তাহলে দিতে হবে লাইকোপডিয়াম ১২। দিনে ২বার ১ ফোটা করে ৭দিন।

শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস — বুকে ব্যথা, জ্বর, কাশি, দুর্বলতা, অস্থিরতা প্রভৃতি এ রোগের লক্ষণ। লক্ষণ বিচার করে রোগটা ভালো করে চিনে নেবার পর দেখতে হবে সেটি নতুন না পুরনো। নতুন রোগে শিশুকে দিতে হবে **ব্রায়োনিয়া** ৩ বা **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** ৩ x। পুরনো (Chronic) রোগে **কস্টিকম** ১২ বা **এ্যান্টিম টার্ট** ৬। দিনে ৩বার ৩ঘন্টা অন্তর ১ ফোটা করে দিতে হবে।

শিশুদের হাঁপানি — এই অসুখটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক। মা কিম্বা বাবার হাঁপানি থাকলে, শিশুর ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের শ্রেষ্ঠ এবং উপকারী ঔষধ **আর্সেনিক**

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

শিশুদের ফোঁড়া — বড় মানুষদের মতো শিশুদেরও দেহের যে কোনো জায়গায় ফোঁড়া হতে পারে। এমতাবস্থায় **আর্নিকা ৩, বেলেডোনা ৬, সিকেলিকর ৬** (পরে) দিতে হবে। পুঁজ হলে **হিপার সালফ্ ৩০** দিতে হবে। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার ৩দিন।

শিশুদের চক্ষুপ্রদাহ — অনেক সময় শিশুর চোখ ফুলে উঠে টকটকে লাল হয়ে যায়। চোখের কোনা থেকে পুঁজ পড়ে বা রক্ত পড়ে, মাঝে মধ্যে চোখ জুড়ে যায়। সাধারণতঃ ঠান্ডা লেগে এ রকমটা হয়ে থাকে। এ অবস্থায় জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। এমতাবস্থায় শিশুকে **আর্জেন্টাম নাইট্রিকস ৩ বা মার্ক-সল ৬। এ্যাকোনাইট ন্যাপ ৩ x। বেলেডোনা ৬** প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রতিটি ওষুধই ১ ফোটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর দিনে ৩বার ৭দিন দিতে হবে।

শিশুদের দাঁত ওঠা — সাধারণতঃ শিশুদের ৬ মাস থেকে ১০ মাস বয়সের মধ্যেই দাঁত ওঠে। অনেকের আবার আরও দেরী হয়। দাঁত ওঠার আগে কয়েকটি উপসর্গ দেখা দেয়, যেমনক্রউদরাময়, পায়খানা বন্ধ প্রভৃতি। উপরের লক্ষণ সমূহ দেখা গেলে **ক্যামোমিলা ১২** দিতে হয়। দাঁত উঠতে যদি দেরী হয় তাহলে শিশুকে খাওয়াতে হবে **ক্যালকেরিয়া ফস ১২** বা **ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬**। এতেও যদি কাজ না হয় তবে সবশেষে দিতে হয় **সালফার ৩০**। লক্ষণ বুঝে প্রতিটি ঔষুধ দিনে ৩বার।

শিশুদের চোখের পাতায় আঞ্জনি — 'আঞ্জনি' রোগটা হলো চোখের পাতার গোড়ায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি। পরে এই ফুস্কুড়িগুলি একসঙ্গে জুড়ে ফোঁড়ার মতো দেখায়। ব্যথা হয়, যন্ত্রণা করে। এতে পুঁজ হয়, ফোঁড়া পাকে, ফাটে ও পুঁজ বেরিয়ে আসে। ঘা শুকোলে তবে শিশু আরাম পায়। চোখে পিঁচুটি পড়ে। চোখ অনেক সময় জুড়ে যায়। যে কোন রকম অঞ্জনিতে **হিপার সালফ্ ৬** বা **পালসেটিলা ৩** দিতে হয়। ১ ফোটা করে দিনে ৩বার। ৭দিনে রোগ সারে।

শিশুদের বেশি লালাস্রাব — **মার্কসল- ৩০ বা বেলেডোনা-৩০** তে ভালো ফল হয়। দিনে ১বার ১ ফোঁটা করে ৩ বার।

শিশুদের রাত্রে ভয় — শিশুদের কখনো ভয় দেখাতে নেই। যারা কথায় কথায় শিশুদের ভয় দেখায় সেই সব শিশুদের ভয় পায়। এটা কোন অসুখ নয়। এমনটি হলে **ক্রোয়েলাম (৩০) বা কেলিব্রোম - (৩০)** ১ ফোটা করে দিনে ৩বার দিলে ভালো হয়।

শিশুর হাইড্রোসিল — শিশুদের **হাইড্রোসিল হলে এব্রোটেনাম - (২০০)** তিন দিন পর অন্তত ১ ফোঁটা করে মাসাধিক খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে **ক্যাঙ্কোফুয়োয় (১২x)** এর ৪টি ট্যাবলেট ২ বার করে রোজ খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শিশুর মাটি খাওয়া — শিশুদের যত কিছুই খাওয়ানো যাক না কেন তারা নিচে পড়ে থাকা জিনিস খুঁটে খেতে ভালোবাসে। অনেক হিশু সুযোগ পেলেই মাটি যায়। এই প্রবৃত্তিটি বন্দ করতে প্রথমে শিশুকে খাওয়ান **এলুসিনা - (২০০)** ২ দিন বাদ বাদ ১ মাস। এতে উপকার না পেলে **ক্যালকেরিয়া ফস (৩x)** বা **ন্যাট্রামমিউর-৩০, টিউবার কুলিকাস** এর ৪টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাবেন।

শিশুদের মাথায় আঘাত — শিশুদের মাথায় আঘাত পেলে সংগে **আর্নিকা -৩** এর সংগে **কুপ্রাম -৬** মিশিয়ে তিন ঘন্টা অন্তর খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যাবে। **লিডাম পেল - ৩** দিনে ৪বার করে, মাস খানেক দিলে কোন সমস্যা থাকবে না।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

শিশুদের শিড়দাড়া, ঘাড় বা আঙুলে আঘাতে — **হাইপ্টেরিকাম্ - (৩০)** ১ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার মাস খানেক খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

শিশুদের খাই খাই করা — সাধারণ ক্রিমির জন্যই শিশুরা খাই খাই করে। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঔষধ হল **সিনা - (৩০)**। দিনে ১ ফোঁটা করে ৭দিন খাওয়ালেই এরোগ সারে।

শিশুদের হার্পিস — হার্পিস রোগে দাদের মত গোল চাকা চাকা বের হয়। ঘাড়ের গোড়াতে, গলার নীচেই এটা সাধারণত হয়। তবে অন্য জায়গাতেও হতে পারে। ক্ষত শুকাবার জন্য **হচিনেসিয়া θ** এর সঙ্গে **সোফেরা θ** মিশিয়ে ক্ষত স্থানে লাগান। ক্ষত শুকিয়ে যাবে। আর রোগ নিরাময়ের জন্য **আর্সেনিক (৩০)** দিনে ৩ ঘন্টা অন্তর ৪ বার, **রাসভেন -৬** দিনে ৪ বার, **ব্যানানকিউলস সেলিয়েটাস (৩০)** দিনে ৪বার ৭দিন খেতে হবে।

কয়েকটি বিশেষ স্ত্রীরোগ ও তার মেডিসিন ও চিকিৎসা

ঋতুবন্ধে ভারতীয় সুস্থ সবল নারীদের ঋতু বন্ধ হয় সাধারণত ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে তারা নানারূপ রোগে ভোগে। যেমন - মাথা ঘোরা, মাথায় যন্ত্রণা, হৃদস্পন্দন, অজীর্ণ, অর্শ, হিস্ট্রিরিয়া, সূতিকা, বাত, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভচ্যুতি প্রস্রাব প্রভৃতি।

সূতিকা রোগ — প্রসবের পরেই মেয়েদের এই রোগ হয়। এই রোগে প্রবল জ্বর হতে পারে, পেটের গোলমাল লেগে থাকে, মুখে অরুচি হয়, শরীর দূর্বল হয়।

প্রসবের পরে যদি পেট ভারবোধ হয়, তলপেটে বেদনা থাকে, প্রবল জ্বর হয়, নাড়ির গতি দ্রুত হয় তবে সেই রোগীকে **ফেরাম ফস - ৩০ বা ২০০** দিনে ৩ বার ৪-৫ ফোঁটা করে ৭ দিনে সেবনে রোগ নিরাময় হবে।

প্রসবের পর যদি রোগিনীর প্রায়ই জ্বর হয় তখন তাকে **পাইরোজন ৩x** বা ৩০ ২/৩ ফোঁটা করে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সূতিকা জ্বরে যদি রোগিনী জ্ঞান হারায় তবে তাকে **ওপিয়ম ৩x - ৩০**, ১ ফোটা করে ৭দিন দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন সূতিকা রোগে ভুগে যদি কারও উন্মাদ রোগ দেখা দেয় তবে তাকে **ক্যালিফস ৩০-২০০** শক্তি ৩/৪ ফোঁটা দিনে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের রোগ — মাসিক হবার পূর্বে যদি স্তনে বেদনা হয়, আবারস্রাব আরম্ভ হলেই তা কমে স্তনের বোঁটা জ্বালা জ্বালা করে, ঘা হয়, স্তন দুগ্ধ শুকিয়ে যায় তবে সেই রোগিনীকে **ল্যাক-ক্যানাইনাম-৬-২০০** দিনে ৩বার ৩/৪ ফোটা করে দিলে রোগ নিরাময় হয়।

যদি ডান স্তনে তীব্র বেদনা হয় — তবে তাদের **গ্রাটিওলা -৩x -৩০** দিনে ৩বার ১ ফোঁটা করে দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। ৭দিন সেবন করতে হবে।

যদি স্তনের বোটায় বেদনা ও ভিতরে ঘা থাকে — তাদের **প্যারাফিন - ২x-২০০** দিনে ৩বার ৭দিন দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

যাদের ঋতুর সময়ে স্তন ও বোটা ফোলে আরস্রাব নির্গত না হয়ে স্তনে দুধ আসে তাদের **মার্কসল ২x-২০০** দিনে ১ ফোঁটা করে তিন সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

স্তন পান করা যায় সময় স্তনে যদি তীব্র বেদনা হয়, আর ঐ বেদনা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

পড়ে তবে সেই রোগিনীকে **ফেলান্ড্রিয়ম** ৬ দিন ৩/৪ ফোটা ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

যাদের স্তনে দুধ কম থাকে তাদের দুধ বৃদ্ধির জন্য **চিমাফিলা** ৩x দিনে ৩ বার ২/৩ ফোঁটা করে অন্ততঃ ২ সপ্তাহ সেবন করতে হবে।

স্তনের টিউমারে — নিয়মিত ১ মাস **ফাইটো, কোনি, ক্লিমে, কার্বো এনি, গ্রাফো** ৩x - ৩০ - ২০০ দিনে ৩ বার করে প্রয়োগে রোগ নিরাময় হয়।

স্তন ফাটায় — যাদের স্তনবৃন্ত ফাটা থাকে তাদের **প্রেট্রোলি ফাইটো, গ্রাফো** - ৩x - ৩০ প্রভৃতি ঔষধ দিন ৩/৪ ফোঁটা করে ৩ বার ১৫দিন ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের ক্যানসারে — **কার্বোএনি, আর্স, এষ্টিরিয়াস, বিউফো** প্রভৃতি ঔষধের ৩০-২০০ শক্তি ৪/৫ ফোটা করে তিন ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ক্ষুদ্র স্তনের বৃদ্ধিতে — স্তনের সৌন্দর্য ও ক্ষুদ্রতাকে বৃহৎ করতে **সার্স (৩০) কোনিয়ম (৩০) আয়োড** (৩x) প্রভৃতি ঔষধ দিনে ৩ বার মাসধিক ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জরায়ুর জ্বালায় — যদি ঠাণ্ডা লেগে জরায়ুতে জ্বালা হয় তবে তাকে **একোনাইট** ৩x ১ফোঁটা করে দিনে ৩ বার করে দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জরায়ু যদি শক্ত, বড় এবং প্রসবের পরেও সঙ্কুচিত না হওয়া — এই লক্ষণে সেই রোগিনীকে **বেলেডোনা** ৩x , **সালফার** ৩০, **সিফিয়া** - ১২ দিনে ৩ বার কের ২/৩ ফোঁটা সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জরায়ুর টিউমার বা ক্যানসারে — **হাইড্রোস্ট্রিনাস মিউর** - ৩x , **কার্সিনোসিনাম**-৩x, **ক্যালকেরিয়া আয়োড** - ৩x, **আর্স আয়োড** -৬, দিনে ৩বার করে প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

অনিয়মিত মাসিকে — সাধারণ সুস্থ দেহের মেয়েদের ২৮দিন অন্তর মাসিক হয়। যদি তা আগে বা পরে হয় তাহলে তাকে প্রথমে দিতে হবে **কোনায়াম** ৬ তাতে কাজ না হলে **পালসেটিলা ৬, চায়না-৬, পডোফাইলাস** -৬, ৩ফোটা ৩ বার করে সেবনে নিয়মিত মাসিক হবে। প্রথম মাসিকে বিলম্ব প্রথমে **পালস-৬ পরে সালফার (৩০)** দিনে ৩ বার ২/৩ ফোটা করে ৩০দিন সেবনে ফল পাওয়া যাবে। মহিলাদের অনিয়মিত ঋতুতে **এব্রামা র‍্যাডিক্স** θ, **জেনেসিয়া অশোক** θ ও **সিনিসিও** যে কোন একটি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শ্বেতস্রাবে — কৃমি, ঠাণ্ডা, লাগা, উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ, অধিক সঙ্গম প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। যে কোন প্রকার শ্বেতস্রাবের জন্য **পালসেটিলা -৬ বা ক্যালকেরিয়া কার্ব -৩০** ৩ ঘন্টা অন্তর ৪ বার ৭দিন সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে। **বোরাক্স** ২০০, ৩ গ্রেণ পরিমান দিনে ৪ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। **কেলি মিউর** ৬x এবং ৩ভা টেষ্টা ৬x ৩ গ্রেন করে মিশিয়ে খেলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঋতুবন্ধে — ঋতুকালে স্রাব হতে হতে হঠাৎ যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তাকে দিতে, **ব্রায়োনিয়া -৩, ফসফরাস -৩০, লাইকোপেডিয়াম-৬, ক্যালকেরিয়া -৬,** প্রভৃতি ওষধের যে কোন একটি দিনে ২ ফোটা করে ৪ বার।

ঋতু বন্ধের পর পর ঋতুবন্ধের পর যদি স্নায়ুবিক রোগ দেখা দেয় তবে দিতে হবে — **স্যাঙ্গুইনরিয়া** ৩x। কোষ্ঠকাঠিন্য বা অর্শ হলে - **সালফার -৩০,** ঘাম্ বা প্রস্রাব প্রচুল হলে - **জ্যাবোরেন্ডি** ২x, **অজীর্ণতায় - পালসেটিলা -৬,** ৩ফোঁটা করে দিনে ৩

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জরায়ুর স্থান চ্যুতিতে — যদি রজঃস্রাব নির্গমনে কষ্ট হয়, প্রস্রাবের বেগ বৃদ্ধি পায়, প্রস্রাবের বদলে শ্বেত প্রদর নির্গত হয়, তবে সেই রোগিনীকে **বেলেডোনা** ৩x দিনে ৩বার ৭দিন প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে।

জরায়ুর স্ফীতিতে — যদি জরায়ু ফুলে ওঠে তবে সেই রোগিনীকে **অরমমিউর** -৩x, **সিপিয়া** -৬, ১ ফোঁটা করে দিনে বার দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

আঘাত জনিত কারণে জরায়ু স্থানচ্যুতি ঘটলে — **আর্নিকা** ৩x তিন ফোটা করে ২ বার নিয়মিত সেবনে সুফল পাওয়া যাবে শ্বেত প্রদরের ফলে জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটলে **এ্যাকোনাইট** -৬, নিয়মিত ১ ফোটা করে দিনে ৩ বার সেবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জরায়ুতে পচন ধরলে — **আর্সেনিক** -৬, **কার্বোভেজ** ৬-৩০, **ক্রিয়োজেট** -৬, **সিকেনি**-৬-৩০, নিয়মিত ১ ফোটা করে দিনে তিন বার খেলে রোগ নিরাময় হবে।

জরায়ুর বেদনাতে **ম্যাগ্নেসিয়া মিউর‍্যাটিকা ৩, বা সিমিসিউগা** - ৩x দিনে ৩ বার ১ ফোটা করে ৩ দিন। খেলে বেদনা কমবে।

জরায়ুর রক্তস্রাবে — যদি জরায়ুতে অধিক রক্তস্রাব হয় তবে **হ্যামোমোলিস** ১x বা **ইপিকাক** -৩x ১ ফোটা করে দিনে ৪ বার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে।

সহবাসের ফলে বা আঘাত জনিত কারণে যোনি থেকে রক্তস্রাব হলে — **আর্ণিকা** ৩০ তিন ঘন্টা অন্তর ৪ বার সেবনে সুফল পাওয়া যাবে।

যোনির চুলকানিতে — যোনিতে চুলকানি হলে **আর্সেনিক-৩০, সালফার -৩০, মর্কিরিউয়াস -৩০, নাইট্রিক অ্যাসিড** - ৩০, যে কোন একটি ঔষধ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাবে।

যোনি কঠিন হলে — **বেলেডোনা -৩, কোনায়াম-৬,** নিয়মিত ৩ বার ২/৩ ফোটা করে মাসাধিক খেলে রোগ নিরাময় হবে।

যোনিতে নালি ঘা হলে — **সিলিখা -৬, ল্যাকেসিস** - ৬, এর ২/৩ ফোঁটা রোজ ৩ বার করে ব্যবহার ভালো ফল পাওয়া যাবে।

স্তনের পরিপুষ্টতায় — প্রথমে শরীরের অন্যান্য চিকিৎসা করাতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে। অলিফা অলিফা টনিক খেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে **লেসিথিন** ৩x ৩-৪ ফোঁটা দিনে ৩বার। তার সাথে খেতে হবে সকালে **সেরুনেটা** ২০ ফোঁটা করে ৩ ঘন্টা অন্তর।

যৌবন অটুট রাখতে— **আলফা আলফা** θ, **অশাকা**-- θ, **অশ্বগন্ধ্যা**— θ **হেলোনিয়াম** θ ওষধ গুলরি প্রত্যেটির ৫ ফোটা করে নিয়ে মিশিয়ে দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে— **চিমাফিনা-৬** নিয়মিত দিনে ৩ বার ৫/৬ ফোটা খেলে স্তনের অবস্থা স্বাভাবিক হয়।

বন্ধত্ব নিবারণে— **নেট্রাম মিউর-৩০, ফসফরাস-৬ কোনফাম-৩০, বোরাক্স-৬** এই ঔষধগুলির যে কোন একটি রোজ ৩ বার মাসিকের ৭দিন আগে ও ১০ দিন পর নিয়মিত মাস খানেক খেলে রোগ নিবারন হয়।

লুপ ব্যবহারের অশুবিধায় — লুপ ব্যবহারের ফলে যদি রক্তশ্রাব বেশি হয় তহব

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

ইটিজিরন-θ, বা **জিরেনিয়াম মেক্স বা মিলিফোলিয়াম θ** বা **স্যাবাইনা- θ** র যেকোন একটি ঔষধের ১০-১৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার খেলে রক্তপাত বন্ধ হবে। সঙ্গে খেতে হবে **ফেরামফস- ৩X** এর ৪টি করে ট্যাবলেট ৪ বার। যদি লুপ ব্যবহারে অসুবিধা হয় হবে **আর্নিকা- ৩০ বা লিডাম পল-৩০**, বা **হাইপেরিকাম-৩০** যে কান একটি ঔষধের ৮-১০ ফোঁটা দিনে ৩বার খেলে অসুবিধা দূর হয়।

সিজারিয়ান বা লাইগেশনের পর অসুবিধা— সিজারের পর যদি শারীরিক অসুবিষ দেখাদেয় তবে যান **স্টেফিসাইগ্রিয়া- ২০০**, ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ১ বার এবং **হাইপেরিকাম-৩০** দিনে তিন বার বেশ কিছু দিন খেলে লাইগেশনের পরে যে সব অসুবিধা দেখা দেয় তা দূর হবে।

প্রসবের পর মাথার চুল উঠে যেতে থাকলে — চায়না θ, ৮-১০ ফোটা বা এসিড ফস ৩০ দিনে ৪ বার খেলে এটা দূর হবে।

গর্ভা বস্তায় সকালে বমি হতে থাকলে — প্রথমে দিতে হবে **সিম্পারী কার্পাস রেসিমোসা** ৬ দিনে ৪ বার ৫-৬ ফোটা করে। সঙ্গে দিন **এপোমারফিয়া -৩০ বা সিরিয়াম অক্কলিকাস ১X** দিনে তিন বার ৪-৫ ফোটা করে। **ইপিকাক**—৬, **নাক্স ভোমিকা -৬** দিনে ৪ বার ২-৪ ফোটা করে খেলে ও বমি বন্দ হবে। **নেট্রাম ফস ৩X** এর সঙ্গে **ম্যাগফস ৩ X** এর ৪টি করে ট্যাবলেট দিনে ৪ বার গরম জলের সঙ্গে খেলে ও ভালো ফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় কৃত্রিম ব্যথা — কোলোফাইলাম -৩০ দিনে ৫-৬ ফোটা করে দিনে ৪ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় গা বমি বমি — যদি কোন জিনিসের গন্ধে গা বমি বমি করে তবে **ককুলাস হুড -৬** ৮-১০ ফোটা করে দিনে ৪ বার, খেলে এ অবস্থার অবসান হবে।

গর্ভাবস্থায় হিক্কাতে — সাইক্লেলাসেন ৩০ ২ চার ফোটা দিনে ৪ বার খেলে এ রোগ সারে।

গর্ভাবস্থায় হাত-পা ফুললে — নুন খাবেন না। একদিন পর পর খেতে হবে **এপিস মেলিফিকা -২০০** ও **এপোসাইনাম ২০০** ১০ ফোঁটা করে একদিন অন্তর একদিন দিনে ৩ বার। **বোরোডিয়া ডিফিউজা θ** ১০ ফোটা দিনে ৩ বার খেলে ও ভালো ফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য — ক্যাসকারা স্যাগ θ ও **রোহিতক θ** ১০ ফোটা করে রোজ দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আর খাবার পর খেতে হবে **কলিসোনিয়া θ** - ১০ ফোটা করে ৩ বার।

গর্ভাবস্থায় উদারময় — ফসফরাস ৩০ বা সালফার ৩০ ১০-১২ ফোটা করে দিনে ৪ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় যোনি চুককানিতে — সিফিয়া ৬ বা ক্যালোডিয়াম -৬ বা এম্বাগ্রিসিয়া -৩০ ১০ ফোটা করে দিনে ৩ বার প্রয়োগ রোগ সারে।

গর্ভাবস্থায় বুক ধড়ফড় — লিলিয়াম টিগ ৩০ ৮-১০ ফোটা দিনে ৩ বার খেলে এ রোগ সারে।

গর্ভাবস্থায় কুখাদ্যে রুচি — এই অবস্থায় অনেক নারী ছাই, পোড়ামাটি, চক খেয়ে থাকে। যদি ছাই খায় তবে তাকে **কার্বোভেজ** ৩০ ৮-১০ ফোটা দিনে ৩ বার দিলে এ অভ্যাস যাবে। যদি পোড়া মাটি খায় তবে দিতে হবে **এ্যালুমিনা -৩০** ১০-১২ ফোটা দিনে ৩ বার।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

যদি চক খায় তবে দিতে হবে **ক্যালকোরিয়া কার্ব** ৩০ ১০ ফোটা দিনে ৩ বার।

জরায়ুর দুর্বলতায় — যে সব নারীর অতিরিক্ত রক্ত প্রস্রাব হয়। তাদের **হেলোনিনিয়াস θ** ২০ ফোটা করে দিনে ৩ বার খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। রক্তস্রাব হলে **ফেরামফস** ৬ X এবং **ক্যালকোরিয়া ফ্লোর ১২X** এবং **এমব্রাগ্রিসিয়া** ৬ এর ৩ করে ট্যাবলেট দিনে তিন বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়। **ওভারি-৬, ট্রিলিয়ম- θ, থ্যালাসিয়াম θ, ভিনকামাইনার- θ** ঔষুধ গুলির যে কোন একটির সেবনে ওভালো ফল পাওয়া যায়।

নারীদের কম কামাবেগে **এগনাগ ক্যাষ্টাস θ** দিনে ২০ ফোটা করে ৩বার এবং তার সঙ্গে **ওনাদমসোডিয়াম -৬** ২০ ফোটা করে দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

নারীদের টনিক ফাইভ ফস্ ট্যাবলেট ৪ টে করে ৩ বার বেশ কিছু দিন খেলে শরীর সুস্থ থাকবে। এছাড়া **অশোকা θ, এব্রোমা র‍্যাড্ θ, এলেট্রিস θ, এলফ্যালফা θ, ফ্যারিনোসা θ, ভাইবর্নস ও পুলাম θ** এবং **হোলোনয়াম θ** প্রতিটি ৪ ফোটা করে মিশিয়ে খেলে খুবই ভালো ফল পাওয়া যাবে।

মাসে দুবার মাসিক — ২৮ দিন অন্তর মাসিক ২ বার নিয়ম। কারও কারও অনেক সময় এটা দুবার ও হয়ে থাকে। এটি একটি রোগ। এরূপ হলে **এস্থাগ্রিসিয়া ৬ এবং হেলোনিয়াম θ** ১০ ফোটা করে দিনে বার ৭ দিন সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জরায়ুর যে কোন রক্তস্রাবে — ক্যালকেরিয়া ফস ২০০ বা দুর্বার রসের সঙ্গে ১০-১২ ফোঁটা **ইরিজিরন θ** একত্রে মিশিয়ে আধ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে সেবনে ফল ভালো হয়। মাসিক চলাকালীন খাবেন না। মাসিকের ৭দিন আগে ও ৭দিন পরে ৩দিন সেবনীয়।

স্তনের ক্যানসারে — এসিটিরিয়াস রুব ৩০। রোজ ৪ বার। **কার্বোএনিমেল -২০০** দিনে ৪ বার এবং **ফাইটোলেক্কা ২০০** দিনে ৪ বার দিলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

বন্ধ্যাত্ব — শুধু নারীরাই বন্ধ্যা থাকে না পুরুষদের ও বীর্যে শুক্রকীটের দুর্বলতায় নারী গর্ভবতী হয় না এর জন্য তাদের চিকিৎসা করার প্রয়োজন। যে সব পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম তাদের সকালে **অরাম মেট - ২০০** এবং সন্ধ্যায় **সরোডোনিয়া** ও এবং তার সঙ্গে **থুজা -২০০**, রাতে ১০-১২ ফোটা করে বেশ কিছুদিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। **ক্যালকেরিয়া ফস ৩x / ৬x / ২০০, আর্নিকা -২০০, সিফিলিনাথ - ২০০/ ১m** প্রয়োগেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোকদের বন্ধ্যাত্বে দূর করতে **অশ্বগন্ধ্যা θ, এলিট্রিস ক্যারিনোসা θ, স্যাবাইনা θ, স্যাবান সেরু θ**, প্রতিটির ১০ ফোঁটা করে সকালে ও সন্ধ্যায় সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়। এর সঙ্গে খেতে হবে **ওভারী ৩x, এগনাস ক্যাকটাস ৩০, ২০০, নেট্রাম মিউর ২০০, 1m, মেডোরিনাম 1m, সিফিলিনাম 1m**, মাঝে মধ্যে খেলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

জন্মনিয়ন্ত্রনে — (১) **টেস্টিস** ৩ x ৩ গ্রেন মাত্রায় ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে সাতদিন খাওয়ালে গর্ভরোধ হবে। (২) ঋতুস্রাব বন্ধের পরদিন থেকে পর পর সাতদিন সকালে **সাইক্লোমেন** এবং বিকেলে **জেনাথাকজাইলাম** ১০ ফোঁটা করে খেলে গর্ভরোধ হবে।(৩) মাসিক বন্ধের দিন থেকে আগামী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত **নেট্রাম মিউর** ৩ x এর তিনটি করে ট্যাবলেট সাত দিন সেবনে গর্ভরোধ হবে।

জরায়ুর ক্যান্সারে — জরায়ুতে ক্যান্সার হলে **ভেসিকেরিয়া কমিউ** ১০-১২ ফোঁটা

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

করে দিনে ৪ বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের ক্যান্সারে — হাইড্রোসটিস ৬ x, কার্বোএন ২০০ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সু-প্রসব — প্রসবের ছ মাস থেকে নিয়মিত **কেলি মিউর** ৬ x, সকালে ৬টি ট্যাবলেট এবং **ক্যালকেরিয়া ফস** ১২ x, **ম্যাগফস** ১২ x, ও **নেট্রাম ফস** ৬ x, প্রত্যেকটি ৩টি করে দুবেলা খাবার পর খেতে হবে। ৮ মাসের পর **পালসেটিলা** ২০০ খেতে হবে।

স্তন দুগ্ধ শুকাতে — **ন্যাকক্যান** ২০০ দু-বার করে সেবনে দুধ শুকবে।

স্তন দুগ্ধ বাড়াতে — **ন্যাককডি ফ্লোর** ৩০, **অর্গনস্টাস কস্টড, রিসিনাস** ৬ **গ্যালেগা এলফ্যালফা** θ ১০ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার খাওয়ালে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পাবে।

বন্ধ্যাত্ব রোধে — বন্ধ্যা নারীকে যদি **এলিট্রিস** θ ৩০ **অরম মিউর** ২০০, **নেট্রাম কার্ব** ২০০ ৮-১০ ফোঁটা দিনে ২ বার করে মাসখানেক খাওয়ানো যায় তবে গর্ভসঞ্চার হয়।

শীঘ্র গর্ভসঞ্চার — যে সব নারীর শীঘ্র গর্ভ সঞ্চার হয় তাদের মাসে এক মাত্রা **নেট্রাম মিউর** ১০০০ খাওয়ালে গর্ভসঞ্চারের আশঙ্কা থাকে না।

জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে — **ফ্রাক্সনাস এ্যামোরিকানা** θ এবং **ক্যালকেরিয়া ফ্লোর** ১২ x ৪টি করে ৩ ঘণ্টা পর্যায়ক্রমে কিছুদিন খাওয়ালে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

পুরুষদের কয়েকটি যৌনরোগ ও তার চিকিৎসা

স্বপ্নদোষ — **স্যালিকম নাইগ্রা** ১০ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার। ১৫দিন।

গোঁফ দাড়ি দেরীতে ওঠা — গোঁফ দাড়ি ওঠার বয়স হয়ে গেছে অথচ গোঁফ দাড়ি উঠছে না এমন অবস্থার **নেট্রাম মিউর** -২০০ এর সঙ্গে **টেস্টিস** - ৩x বেশ কিছুদিন খেলে এই সমস্যার সমাধান। দিনে ২ বার ২ ফোঁটা করে খেতে হবে।

গোঁফ, দাড়ি, মাথার চুল উঠে টাক পড়ে গেলে — **ব্যাসেলিনাম** ১m মাথায় মেখে আধঘন্টা বাদে মাথায় শ্যাম্পু করুন বা **আর্সেনিক এলবা** -৩০ । মাসখানেক ২ বার এই ঔষধ প্রয়োগে টাকে চুল গজাবে। আর গোঁফ দাড়ি গজিয়ে ওঠার জন্য **নেট্রাম মিউর** ৬x বা ৩/৪ ফোঁটা **নেট্রাম মিউর ট্যাবলেট** - ২০০ ৪টি দিনে ২ বার সেবনে গোঁফ দাঁড়ি গজাবে।

পুরুষদের গণরিয়ায় — এটা একটা যৌন রোগ। নারীও পুরুষ উভয়েই এই রোগের শিকার হয়। মহিলাদের গণরিয়ায় **গনকক্কাস** - ৩০, সবচেয়ে ভালো ঔষধ। দিনে ৪ বার। এছাড়া **ক্যালিমিউর** ৬x, **ক্যালি সালফ** -৬x, **ক্যালকেরিয়া সালফ** ৬x, **নেট্রাম মিউর** ৬x এবং **সাইলেসিয়া** ৬x এর প্রত্যেকের ২টি ট্যাবলেট ২ x ৫ = ১০টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খেলে রোগ নিরাময় হয়। এছাড়া **কেপেবা** - ৬ বা **সিপিয়া** ৩০ প্রয়োগে ও ভালো ফল পাওয়া যায়।

গনোক্কাস -৩০ একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ। **ক্যাবিস স্যাট**-৬, ও **ভেসিকেরিয়া** ৮-১০ ফোটা দিনে ৩ বার খেলে ভালো ফল দেয়। এর সঙ্গে খেতে হবে **ওলিয়াম সেন্টাল** ৬x, দিনে ৩ বার। এই রোগের আরও কয়েকটি উলেখযোগ্য ঔষধ হল— **এমিড নাইট** (৩০-২০০) **থুজা** (৩০-২০০), **মার্কসল** - (৩০-২০০), **পালসেটিলা** (৬-১০), এগুলির সব দিনে ৩ বার।

হার্ণিয়া — শরীরের যে কোন জায়গাতেই হার্ণিয়া হোক না কেন তাকে **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব** ২০০ বেশ কিছুদিন ৮-১০ ফোঁটা করে কিছুদিন খাওয়ালে রোগ সারে। হার্ণিয়া যদি

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

ন দিকে হয় তবে তাকে দিন **লাইকোপোডিয়াম** -২০০ দিনে ৪ বার ১০ফোঁটা করে। বাম কে হলে **নাক্সভোমিকা** - ২০০। তার সঙ্গে **লাইকোপোডিয়াম** θ হার্ণিয়াতে লাগান।

ধ্বজভঙ্গ — এটাই পুরুষদের সবচেয়ে লজ্জার রোগ, যা বিবাহিত জীবনকে বিষময় রে তোলে।

রোগের কারণ— অধিক হস্ত মৈথুন, অধিক মৈথুন, খাদ্যাভাব, প্রভৃতি কারনে যৌবনেই রুষ পৌরুষত্ব হারায়। তাদের পুরুষাঙ্গ দৃঢ় হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে যেমন সুষম খাদ্য খেতে বে তেমন এই ওষধগুলি সেবনে সুফল পাওয়া যাবে- **লাইকোপডিয়াম** - ১০০০০ c.m উফো -২০০, **আনাকোডিয়াম** -৩০-২০০ **কোনায়াম** -২০০ -১ফোটা করে দিনে ৩ বার াসাধিক খেলে সুফল পাওল যাবে। **অশ্বগন্ধ্যা** θ, **স্যালিক নাইগ্রা** θ, **শিমুল** θ, **এভেনাস্যাট** সবনে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

শীঘ্রবীর্য পাত — কোন সুন্দরী নারী দেখলে, ছবিতে কোন মিলন দৃশ্য দেখলে বা স্ত্রী হবাসের প্রাক্কালে উত্তেজক মূহূর্তের পূর্বেই অনেক পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায়। এর ফলে বিবাহিত জীবনে নেমে আসে অশান্তি। এ থেকে মুক্তি পেতে ঐ রোগীকে দিতে হবে **টিটেনিয়াম** - ৩x বা **সেলিনিয়াম** - ৩x। ৫ গ্রেণ পরিমান ঐ ঔষধ প্রতিদিন ৩ বার করে খেতে হবে। সেলিনিয়াম ৩ x, **টিটোনিয়াম** ৩ x, সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

একশিরা — একশিরায় বাম অন্ডকোষে আক্রান্ত হলে খান **পালসেটিলা** ও বা **গ্রাফাইটিস**-৬। আর ডান অন্ডকোষ আক্রান্ত হলে খান - **রডোড্রেনস** ৩। দিনে ৩ ঘন্টা অন্তর ৭দিন খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

লিঙ্গের ক্যানসারে — **ইউফরবিয়াস** ৬- দিনে বার।

অন্ডকোষ প্রদাহ ও বৃদ্ধিতে — অন্ডকোষ প্রদাহে খান **পালস** -৩ বা **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** ৩। দিনে ৩ ঘন্টা অন্তর ৪ বার। ৪০ দিন খেতে হবে।

স্বপ্নদোষ — স্বপ্ন দোষ কোন রোগ নয়। রাতে বা দিনে দু একবার হলে ক্ষতি নেই কিন্তু অধিক হলে ক্ষতি তার চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। **লুপলিন** ৬ x, **স্যালিক্রসনাইয়া**- θ **সেলিনিয়ন** -৩০, ২০ ফোঁটা করে দিনে ৩বার খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কষ্টকর সঙ্গমে — নববিবাহিতাদের নারী-পুরুষ উভয়েরই অনেক সময় সঙ্গমে কষ্ট হয়। এরূপ হলে প্রথমে **স্ট্যাফি সেগ্রিয়া** ২০০ এবং এরূপ পরে **থুজা** ২০০ রাতে একবার কয়েক ফোটা সেবনে এই কষ্ট দূর হবে।

পুরুষের যৌবনে দাড়ি গোঁফ না ওঠা — **টেস্টিস** ৩ x বা **নেট্রাম মিউর** ৬ x ৪টি ট্যাবলেট সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কয়েকটি বিশেষ রোগ এবং তার প্রতিষেধক ঔষধ

কলেরায় — আর্সেনিক-৩০, **ক্যামফর**, **ভেরেট্রাম এলব** ৩০।

বসন্তে — **নেট্রাম সালফ** ৬ x, **ভেরিওলনাম** ৩০, **ভ্যাকসিনাম** ৬ x, ২০০।

হামে — **এ্যাকোনাইট ন্যাপ**-৩০, **পালস**-৬।

ন্যাবাতে বা পান্ডুরোগ বা জন্ডিসে — যদি ঐ রোগে জ্বর থাকে তবে দিতে হবে

www.facebook.com/shifakhana

www.shifakhana.com

এ্যাকোনাইট ৬ ফেরামফস ৩ x। এছাড়া হাইড্রাসাটিস θ ৬, চেলিডোনিয়াম θ ৬, চায়না ৩ x, ব্রায়োনিয়া ৬, নেট্রাম সালফ ৩ x প্রয়োগে ফল ভালো হয়।

হাজায় — এ্যাগারিকাস মাস ১৫ml এবং সাদা ভেসলিন ৩০mg বা ইউক্যালিপটাস অয়েল একসাথে মিশিয়ে হাজায় লাগালে হাজা নিরাময় হয়।

ছুলিতে — সিপিয়া ৬ এবং কেলি মিউর ৬ x সেবন করতে হবে এবং সিপিয়া লোশন ৩০ এম. এল ডিস্ট্রিল ওয়াটারে মিশিয়ে লাগালে ছুলি সারবে।

চুলকানিতে — ইচিনেসিয়া θ এম. এল, সিপিয়া ৫ এম. এল, ম্যাগনেসিয়া সালফ্ ৩ x এম. জি. ডিসটিল্ড ওয়াটার ৩০ এম. এল. একসঙ্গে মিশিয়ে সাদা তুলো দিয়ে চুলকানিতে লাগাতে হবে এবং গাইনোকর্ডিয়া θ ১০ ফোঁটা খাবেন।

হার্পিসে — এনথ্রকাসিন ৩০, আর্সেনিক এলবা ৩০ স্টোফাইলোককাসিন ৩০ সেবনে এবং সোফেরা θ ঠান্ডা জলে মিশিয়ে তুলোয় করে হার্পিসের জায়গায় লাগাতে হবে।

শ্বেতীতে—আর্সেনিক সালফ ফ্রেভাম ৩ x কিছুদিন খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

হুপিং কাশি — ড্রসেরা-৩০, পটুসিন-৩০।

নিউমোনিয়ায় — ব্রায়োনিয়া ৩ x, স্পঞ্জিয়া ৩ x এবং ওসিমান স্যাংকো ৩ x পর্যায়ক্রমে ১ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জলাতঙ্কে — স্টামোনিয়াম-২০০, হায়োসায়েনাস ৩০।

ডিপথেরিয়া — ডিপথিরিনাম ২০০, কেলিমিউর ৬ x।

গ্লান্ডস্ফীতিতে — সালফার ২০০, সিস্ট্রাস ২০০ এ ভালো ফল পাওয়া যায়।

গলগন্ডতে ঃ— আয়োডিয়াম ৩ x, ৬ x বা ক্যালকেআয়োড ১০০০ এ ভালো ফল পাওয়া যায়।

রক্তহীনতা—ফেরাম মিউর ৩ x, ক্যালকেফস ৩ x প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্তনের পরিপুষ্টতায় — বয়োবৃদ্ধি র সঙ্গে সঙ্গে যে সব নারীর স্তনের পরিপুষ্টতা হয় না তারা লেসিসিন ৩ x-৬ x সেবনে ভালো ফল পাবেন।

দাঁত কড়মড় ও বিছানায় প্রস্রাব — সোমরাজ θ ৪ ফোঁটা করে ৪ বার মাসখানেক সেবনে এ রোগ নিরাময় হয়।

কলেরায় প্রস্রাব বন্ধে — আর্সেনিক এলবা ৬, ২০০ ব্যবহারে সুফল পাবেন।

মেদবৃদ্ধিতে — ১০ ফোঁটা ক্যারিকা, সেবান সেরু ১৫ ফোঁটা, এলক্যালফা ১৫ ফোঁটা নেট্রাম ফস ৩ x ১০ গ্রেন পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে ১ কাপ গরম জলে দিয়ে তা কিছুদিন সেবনে মেদ বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য তার সঙ্গে ঘি, দুধ, মাখন, ডিম, মাংসও খেতে হবে।

মেদ কমাতে — চর্বি জাতীয় খাদ্য খাবেন না। আর ফিকাসভেস সেবন করবেন দিনে ৩ বার ১৫-২০ ফোঁটা করে।

হৃদপিন্ডে মেদ জন্মালে — এ্যানাডিয়াম ৩০ তে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মূত্রে ক্যালসিয়াম বেশি থাকলে — নাইট্রোমিউর এ্যাসিড্ θ ৮-১০ ফোঁটা সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

টাইফয়েড — ইচিনেসিয়া θ এবং ব্যাপটিসিয়া θ একসঙ্গে মিশিয়ে ১০-১২ ফোঁটা ১ মাত্রা সেবনে ফল ভালো হয়।

www.youtube.com/shifakhana

www.shifakhana.com

বহুমূত্র — সিজিজিয়াম θ প্রতিদিন ৩ বার ১০-১৫ ফোঁটা সেবনে বহুমূত্র ভালো হয়।

টাইফয়েড — ব্রায়োনিয়া ৬, কেলিসলফ ৬ x, ক্লোরোমাইসিটিন ৩০ বা টাইফোডিয়াম ৩০, রাসট্রক্স-৬, কেলিসালফ ৬ x প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ডেঙ্গু — রাসটাক্স, ডাঙ্কেমারা ৬, নেট্রাম সলফ ৩ x, ফেরাম ফস ৩ x, ব্যবহারে ভালো ফল পাবেন।

করোনারী থ্রম্বসিস — প্রথমে দিতে হবে আর্নিকা-২০০ বা এ্যাকোনাইট ন্যাপ ৬, পরে পনের মিনিট পর থেকে কে-লিমিউর ৩ x এবং ম্যাগফস ৬ x। এরপর কেলিফস ৬ x ফেরামফস ৬ x দিলে ভালো হয়।

সেরিব্রাল থ্রম্বসিস — প্রথমেই আর্নিকা মন্ট ৬ বা এ্যাকোনাইট ন্যাপ ৬, ১৫ মিনিট থেকে আধঘণ্টা অন্তর দিতে হবে। পরে লক্ষণ বুঝে কেলিমিউর ৬ x এবং ম্যাগফস ৩ x দিতে হবে।

কাঁকড়া বিছার কামড়ে — এপিস সেল ২০০ দিলে ভালো হয়।

বেরিবেরি বা শোথ রোগে — অক্সিড্রেনডন আরবো দিনে ৪ বা ৩/৪ ফোঁটা করে খাওয়ালে জ্বালা, যন্ত্রণা কমে।

ক্যান্সারে — ফেসোনাস নানা θ ১০-১৫ ফোঁটা ৪ বার করে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

জিহ্বার ক্যান্সারে — কেলিসায়েটাস ৩ x বা ৩০ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

যকৃতের ক্যান্সারে — হাইড্রাসটিস θ, কোলেস্টারিনাম ৩ x, মাইরেকা সেবি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়।

পাইওরিয়া — ক্যালকেরিয়া ফ্লোর -১২ x এবং হেকলালাভা, কিছুদিন খাওয়ালে এবং টার্মেনিয়া চিবুনা θ গরম জলে দিয়ে দিনে ও রাতে দুবার কুলকুচি করলে পাইওরিয়া সারে।

ডিপথেরিয়া — প্রথম অবস্থায় ডিপথিরিনাম ২০০ প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর খাবেন। পরে মার্ক সায়েনটাস ৩০ প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর।

টনসিলে — ফাইটোলাক্কা ৬ সকালে ১ মাত্রা ও বিকেলে ১ মাত্রা খেলে ফল ভালো পাওয়া যায়।

উচ্চ রক্তচাপে — ক্র্যাটিগ্যাস θ, প্যাসিফ্লোরা θ এবং গ্লোইন ৬ (১০+১০+৫) ফোঁটা পর্যায়ক্রমে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

নিম্ন রক্তচাপে — এমব্রাগ্রেসিয়া ৬ বা ৩০, বা ডিসকাম এলবাম ৩০ সেবনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

যে সব ঔষধ ঘরে রাখা দরকার সেইসব ওষুধের তালিকা।

নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	শক্তি/ক্রম	নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	শক্তি/ক্রম
ওনিয়াম	ওপি	৩	সালফার	সালফ্	৩০
ভিরেট্রাম এ্যালবাম	ভিরে-এ্যাল	৩ x	আয়োডিয়াম	আয়োড	৩ x
মিনিয়া	মিনি	৬	লাইকোপোডিয়াম	লাইকো	৬

www.facebook.com/shifakhana